‘পল্লী-মঙ্গল’ সমিতির

সপ্তম গ্রন্থ।

প্রথম সংস্করণ

মূল্য ।৵০ ছয় আনা।]

শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

পূর্ব্বে পাচনের খুবই ব্যবহার ছিল। আমরাও দেখিয়াছি—আমাদের স্বর্গীয়া মাতা মাতামহী ঠাকুরাণীরা ষড়ঙ্গ পানীয়, দশমূল প্রভৃতির উপাদান চিনিতেন এবং তাহাদের সম্যক ব্যবহার জানিতেন। পাচন সেবনে রসের পরিপাক হওয়ায় শরীর এককালীন নিরাময় হয়। কাজেই একই রোগে বারংবার ভুগিতে হয় না। ফলতঃ পাচন ব্যবহার আমাদের পক্ষে সর্ব্বথা সঙ্গত ও উপকারক, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

কিন্তু পাচন ব্যবহারে কয়েকটী বাধা আছে বলিয়াই পাচন প্রচলন কম হইয়াছে। রোগানুযায়ী পাচন নির্ব্বাচন করা, পাচনের উপাদানাদি সংগ্রহ করা, ভালমত ওজন করা প্রভৃতি একটু কষ্টসাধ্য এবং সামান্য একটু জ্ঞান সাপেক্ষ। আমাদের মনে হয়, এই সব বিঘ্ন দূর করিতে পারিলে, অর্থাৎ কোন্ রোগে কি পাচন ব্যবহার হইবে, কি ভাবে উপাদানাদির ভাল মন্দ বুঝিতে পারা যাইবে, কোন্ দ্রব্যের কি ওজন লইতে হইবে, কোন দ্রব্য না পাওয়া গেলে তৎপরিবর্ত্তে কোন্ দ্রব্য দেওয়া চলিবে, এই সকল বিষয়ে একটী পরিষ্কার ধারণা করাইয়া দিতে পারিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বোপরি উপাদান সংগ্রহের সাহায্য করিতে পারিলে, পাচন চিকিৎসা আবার প্রবর্ত্তিত হইবে। টোট্‌কা চিকিৎসাও এই পাচন চিকিৎসার অন্যতম সংক্ষিপ্তসার বলিয়াই জানিবেন।

হঠাৎ মনে হয় উপাদান সংগ্রহ করা বুঝি বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে দেখিবেন—তত কিছু কঠিন নহে। তবে একটু মনোযোগ ও একটু শ্রমসাধ্য বটে। আবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিবেন যে—যেমন একটু শ্রম আছে, তেমনি উহাতে এলোপ্যাথিক ঔষধাদির তুলনায় খরচ নিতান্তই সংসামান্য এবং উপকার ঢের বেশী দিন স্থায়ী।

এক্ষণে ইহাতে যদি গৃহস্থবর্গের কিঞ্চিৎ ফললাভ হয়, তবেই কৃত কৃতার্থ হইব। আমাদের কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতিতীর্থ মহাশয় এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গল হউক। ইতি—

নিবেদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সূচীপত্র

পাচন সংগ্রহ—

রোগের অবস্থা বিশেষে পাচন নির্ণয়।

পাচনে ব্যবহার্য্য দ্রব্যের গুণাগুণ।

পাচন ও তাহার ব্যবহার শিক্ষা

পাচনের
দ্রব্য ব্যবহারের বিশেষ বিধি।

পাচনের দ্রব্যের ব্যবহার—পাঁচ প্রকারে করা যায়। যথা স্বরস, কল্ক, শীতকষায়, শৃতকষায় ও ফাণ্ট।

দ্রব্যের স্বকীয় রসের নাম স্বরস।

শিলা পিষ্ট দ্রব্যের নাম কল্ক।

ক্বাথের নামান্তর শৃত কষায়।

রাত্রিতে কোন দ্রব্য ভিজাইয়া রাখিয়া, পরদিন প্রাতুষে সেই জল ছাঁকিয়া লইলে, তাহাকে শীত কষায় বলে।

উষ্ণ জলে দ্রব্য ভিজাইয়া ও মর্দ্দন করিয়া (চট্‌কাইয়া) যে রস গৃহীত হয়, তাহার নাম ফাণ্ট।

স্বরস অপেক্ষা কল্ক, কল্ক অপেক্ষা ক্বাথ, ক্বাথ অপেক্ষা শীত কষায় এবং শীত কষায় অপেক্ষা ফাণ্ট শীঘ্র পরিপাক হয়।

যখন যেমন আবশ্যক, দ্রব্যের স্বরস অর্থাৎ দ্রব্যটীকে ছেঁচিয়া ন্যাকড়ায় করিয়া ছাঁকিয়া তাহারই কেবল রসটুকু, দ্রব্যের কল্ক অর্থাৎ দ্রব্যটীকে শিলে (কাঁচা দ্রব্য হইলে তাহার নিজ রসে, শুষ্ক হইলে জলদ্বারা) পিষিয়া তাহারই রস, শীত কষায় অর্থাৎ দ্রব্যকে থেঁতো করিয়া শীতল জলে ভিজাইয়া পরদিন সকাল বেলায় ছাঁকিয়া ঐ জলটুকু মাত্র, দ্রব্যের ফাণ্ট অর্থাৎ দ্রব্যটীকে থেঁতো করিয়া গরম জলে ভিজাইয়া ও চটকাইয়া রাখিয়া ঐ জলটুকু, দ্রব্যের ক্বাথ অর্থাৎ দ্রব্যটীকে জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ **জলটুকু মাত্র গ্রহণ** করিবেন। যে কোন কবিরাজী দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইলে এই কয়টি পরিভাষা জানা থাকা একান্ত আবশ্যক।

পাচন প্রস্তুতের প্রক্রিয়া ও ব্যবহারের নিয়মাবলী।

যে সকল দ্রব্যের পাচন প্রস্তুত করিতে হইবে, সেই দ্রব্যগুলি যেন পোকায় খাওয়া বা বড় পুরাতন না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। নূতন অথচ শুষ্ক হইলেই ভাল হয়। পাচনে কোন দ্রব্যের মূল, কোন দ্রব্যের পাতা, কোন দ্রব্যের আঁটী সমেত বা কোন দ্রব্যের আঁটী বাদ দিয়া কেবল মাংসল ভাগটুকু, কোন দ্রব্যের ছাল গ্রহণ করিতে হয়। কোন্ দ্রব্যের কোন্ অংশ ব্যবহার করিতে হয় তাহা পরে দিয়াছি।

যে সকল দ্রব্যের পাচন প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাদের মোট পরিমাণে **২ তোলা** লইতে হয়। একটীদ্রব্য হইলে তাহারই

২ তোলা, দুইটী দ্রব্য হইলে প্রত্যেক আধ তোলা, তিনটী হইলে প্রত্যেক দ্রব্য ৫৩ রতি লইতে হইবে। একসঙ্গে ৩২টী পদের বেশী উপাদান পাচনে ব্যবহার নাই। আমরা ২ তোলাকে ৩২ ভাগ করিয়া প্রতিভাগে (৩২টী দ্রব্য হইলেও) প্রতি দ্রব্যের কতটুকু পরিমাণে লইতে হইবে, তাহা পরে হিসাব করিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য ওজনের সামান্য একটু এদিক ওদিক হইলে কিছু যায় আসে না।

দ্রব্যগুলি ওজন মত লওয়ার পর ঐ দ্রব্যগুলিকে সামান্য থেঁতো করিয়া লইবেন। গোটা অপেক্ষা অল্প থেঁতো করিয়া লইলে ভালরূপ ক্বাথ বাহির হইবার সুবিধা হইবে। পরে ঐ কুট্টিত দ্রব্যগুলিকে একটী নূতন মাটির হাঁড়িতে আধসের অর্থাৎ জল খাবার বড় গ্লাসের ১ গ্লাস ঠাণ্ডা জল দিয়া ভিজাইয়া ১টী সরা চাপা দিয়া রাখিবেন। ঘণ্টা দুই পরে সরা সমেত হাঁড়িটী আগুনে চড়াইয়া দিয়া কাঠের বা ঘুঁটের মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিবেন, নূতন করিয়া জল দিতে হইবে না। যে জলে ভিজান হইয়াছে, সেই জলটুকুতেই সিদ্ধ হইবে। পাথুরিয়া কয়লা বা কাঠের তীব্র জ্বালে পাচন প্রস্তুত করিতে নাই।

জল আন্দাজ অৰ্দ্ধপোয়া অবশেষ থাকিতে হাঁড়িটা আগুনের উপর হইতে নামাইয়া পরিষ্কার বস্ত্রে ক্বাথটুকু ছাঁকিয়া পাথরের বা কাচের গ্লাসে রাখিবেন এবং সিটেটা (কাষ্ঠাদি উপাদান) ফেলিয়া দিবেন। পাচনের জন্য কোনরূপ ধাতুপাত্র ব্যবহার করিতে নাই। যদি কোন সময়ে সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে না পারেন অথবা পাওয়া না যায়, যে কয়টা পাওয়া যায় তাহাই দিবেন। তাহাতেও ফল হইবে। হয়ত একটী দ্রব্য পাওয়া গেল না বলিয়া বাকী ৯টী দ্রব্য থাকিতেও "দশমূল" ব্যবহার করা হইতেছে না; এমনটা করিবেন না। মূল দ্রব্য পাওয়া না গেলে তৎপরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে। তাহাও যদি

পাওয়া না যায়, যত রকম উপাদান বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে যতগুলি পদ আছে হয়ত সকলের পূর্ব্ববর্ত্তী পদ অথবা সকলের পরবর্ত্তী পদ দ্বিগুণ মাত্রায় লইলে চলিবে। অথবা পরিবর্ত্তিত দ্রব্যের ১টী পাওয়া না গেলে তৎপরিবর্ত্তনের উপাদান পরে বলা হইতেছে।

ব্যবহারের নিয়ম।

পাচন একেবারে ঠাণ্ডা অবস্থায় পান করা হিতজনক নহে। ঈষৎ উষ্ণ থাকিতেই পান করা বিধেয়। কারণ অধিক ঠাণ্ডা পাচন গুরুপাক ও আনিষ্টজনক। একবারকার প্রস্তুত পাচন আর একবার ব্যবহার করিতে নাই। খালিপেটেই পাচন সেবন করা নিয়ম। সকাল বেলা কিছু না খাইয়া এবং অন্য সময়ে ব্যবহার করিতে হইলে পাচন সেবন করার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে ও পাচন সেবনের এক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত কিছু খাওয়া উচিত নহে। পাচন সেবনের পর জলপান করিবেন না; করিলে বমি হইয়া পাচন উঠিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা।

যদি একই প্রকারের পাচন একদিনে দুইবার খাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে অনেক সময় পূর্ব্বের সিটাটা নূতন উপাদানের ন্যায় আবার সিদ্ধ করিতে দেওয়া হয়, তাহা ঠিক নহে। একবার তৈয়ারী পাচনের কোন অংশ দ্বিতীয় বার গ্রহণ করিবেন না। কারণ উহা দূষিত হইয়া যায়।

একাধিক দ্রব্য হইলে প্রত্যেকটী কত পরিমাণে লইতে হইবে, তাহার তালিকা।

পাচনের উপাদানের সংখ্যা	পূর্ণ ওজন	প্রত্যেকটী যতটুকু লইতে হইবে তাহার পরিমাণ
১টী হইলে	২ তোলা	প্রত্যেকটী ২ তোলা হিসাবে
২ " "	"	" ১ " "
৩ " "	"	" ॥৵/৪ " "
৪ " "	"	" ॥০ " "
৫ " "	"	" ৩২ রত্তি "
৬ " "	"	" ২৬॥ " "
৭ " "	"	" ২৩ " "
৮ " "	"	" ২০ " "
৯ " "	"	" ১৮ " "
১০ " "	"	" ১৬ " "
১১ " "	"	" ১৪॥ " "
১২ " "	"	" ১৩ " "
১৩ " "	"	" ১২। " "
১৪ " "	"	" ১১ " "
১৫ " "	"	" ১০॥ " "
১৬ " "	"	" ১০ " "
১৭ " "	"	" ৯॥ " "
১৮ " "	"	" ৮॥ " "
১৯ " "	"	" ৮। " "

পাচনের উপাদানের সংখ্যা	পূর্ণ ওজন	প্রত্যেকটী যতটুকু লইতে হইবে তাহার পরিমাণ
১টী হইলে	২ তোলা	প্রত্যেকটী ১ তোলা হিসাবে
২০ " "	"	" ৮ রতি "
২১ " "	"	" ৭৷৷ " "
২২ " "	"	" ৭ " "
২৩ " "	"	" ৬৸ " "
২৪ " "	"	" ৬৷ " "
২৫ " "	"	" ৬ " "
২৬ " "	"	" ৬ " "
২৭ " "	"	" ৫৷ " "
২৮ " "	"	" ৫ " "
২৯ " "	"	" ৫ " "
৩০ " "	"	" ৫ " "
৩১ " "	"	" ৫ " "
৩২ " "	"	" ৫ " "

পাচনের উপাদানগুলি ওজন করিবার পূর্ব্বে একটী রূপার দুয়ানী ঠিক সমান ভাগে দ্বিখণ্ড করিয়া লইবেন। প্রত্যেক দ্রব্য এক আনা হইলে ১টী রাখিয়া ওজন করিবেন। (অথবা ১টী লাল কুঁচের ওজন ১ রতি ও ৬ রতিতে ১ আনা, এই হিসাবে ওজন করিলেই সুবিধা হইবে।

ওজন পরিমাণ— ১ তোলা ১৲ টাকা, আধ তোলা ৷৹ আনা বা এক আধুলী, এক সিকিতে ৪ আনা, (রূপার সিকি) এক রূপার দুয়ানীতে ৵৹ আনা, এক রূপার দুয়ানীর অর্দ্ধেকে ৬ রতি বা ১ আনা, ৩ রতিতে বা ৩টী লাল কুঁচে অর্দ্ধ আনা ইত্যাদি।

লাল কুঁচ জঙ্গলা স্থানে পাওয়া যায় কিম্বা বেনেতি মসলার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।) ওজন লইবার সময় এই হিসাবে লইলে কোন গোল হইবে না। এতদ্ব্যতীত পাচনের উপাদান ওজন করিতে একটু বেশী বা একটু কম হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। নব্য-সম্প্রদায় যাঁহারা কুঁচ বুঝেন না, তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মত দুয়ানী কাটিয়া ভাগ করিয়া লইবেন।

কোন্ দ্রব্যের কোন্ অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

খদির প্রভৃতি সারবান্ বৃক্ষের সার। নিম, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষের ছাল, দাড়িমাদি বৃক্ষের ফল ও পটোলাদি লতার পাতা লইতে হয়। চিতা বলিলে রক্ত চিতামল লইতে হয়। চৈ বলিলে চৈলতা লইতে হইবে।

যে সকল বৃক্ষের মূল বৃহৎ এবং যাহাদের মধ্যে কাষ্ঠ ভাগ অধিক, তাহাদের মূলের ছাল লইতে হয়। যথা, বিল্বাদি।

ক্ষুদ্র মূল বিশিষ্ট বৃক্ষের (যথা শিমূল প্রভৃতির) বা গুল্মের মূলের সকল অংশই গ্রহণ করিতে হয়। ফলবান্ বৃক্ষের ফলই গ্রাহ্য।

বিশেষ করিয়া কিছু বলা না থাকিলে এই রীতি অনুসারে দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। যে স্থানে বিশেষ করিয়া যে দ্রব্যের যাহা লইতে বলা হইয়াছে, সেই স্থানে সেই দ্রব্যই গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন নিম্ব পত্র উল্লেখ থাকিলে ছাল না লইয়া পত্রই লইতে হইবে।

ঔষধের সকল দ্রব্যই নূতন অথচ শুষ্ক লইতে হয়। শুষ্ক দ্রব্যের অভাবে কাঁচা দ্রব্য দ্বিগুণ মাত্রায় গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু কতকগুলি দ্রব্য কাঁচাই গ্রহণ করিতে হয়। সেই সকল কাঁচা দ্রব্যের দ্বিগুণ মাত্রা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় না। যথা—বাসক, নিম ছাল (বা পত্র), পটোল,

কেতকী, বেড়েলা, কুষ্মাণ্ড, শতমূলী, পুনর্ণবা, কুড়চী, অশ্বগন্ধা, গন্ধভাদুলে, গুলঞ্চ, গোরক্ষ, চাকুলে, ঝিণ্টী, গুগ্গুলু, হিং, আদা, গুড় (আকের) ইত্যাদি।

আকী গুড়, ঘৃত, ধান্য, পিপুল, বিড়ঙ্গ, মধু ইত্যাদি নতন অবস্থা হইতে পুরাতন অবস্থায় বিশেষ কার্য্যকরী। যথা—পুরাতন গুড় অর্শঃ ও কফ রোগে, পুরাতন ঘৃত কফ ও বাতরোগে, পুরাতন ধান্য উদর ও মেহ রোগে, পুরাতন পিপুল কফ, শ্বাস ও যক্কৎ রোগে, পুরাতন বিড়ঙ্গ ক্রিমি, বাতরক্ত, কুষ্ঠ প্রভৃতি চর্ম্মরোগে, পুরাতন মধু শোথ রোগে অমৃত তুল্য উপকারী ও আশু ফলপ্রদ।

কোন দ্রব্য পাওয়া না গেলে তাহার পরিবর্ত্তে কোন্ দ্রব্য দেওয়া যাইতে পারে তাহার তালিকা—

মধু	অভাবে	পুরাতন গুড়	ভেলা	অভাবে	রক্তচন্দন
পুরাতন গুড়	„	নূতন গুড় ৪ প্রহর কাল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে।	রাস্না	„	বাঁদরা বা পরগাছ
			জীরার	„	ধনে
			কর্পূর	„	সুগন্ধ মুতা
দুগ্ধের	„	মুগ মসূরের রস	রসাঞ্জন	„	দারু হরিদ্রার ক্বাথ
চিনি	„	খাঁড় (গুড়)	মেদা	„	অশ্বগন্ধা
শালিধান্য	„	ষষ্টিক ধান্য	মহামেদা	„	অনন্তমূল
দ্রাক্ষার	„	গাম্ভারী ফল	জীবকের	„	গুলঞ্চ
দাড়িমের	„	বৃক্ষাল (তেঁতুল)	ঋষভকের	„	ভূমিকুষ্মাণ্ড

সৌরাষ্ট্রী	অভাবে			অভাবে	
মৃত্তিকার	„	পক্কের শুষ্ক চটা	ঋদ্ধি	„	বেড়েলা
তগর পাদুকার	„	শিউলী ছোপ	বৃদ্ধি	„	গোরক্ষ চাকুলে
লৌহের	„	মণ্ডুর (লৌহমল)	কাকোলী ক্ষীর কাকোলী	„	শতমূলী
শ্বেত সরিষার	„	সামান্য সরিষা	মৃগনাভি	„	খটাশী
চৈ ও গজ			রোহিতক	„	নিমছাল
পিপুলের	„	পিপুল মূল			
চাকুলের	„	শালিপাণি	সকল প্রকার মাংসের	„	কপোতের মাংস
ভল্লাতক	„	তালমাতি			
মুক্তার	„	ঝিনুক	সকল প্রকার দুগ্ধ		গাভী দুগ্ধ

হীরক অভাবে কড়ি
কাঁকড়াশৃঙ্গী „ মাসান্দ
ধনের „ শুলফা
বারাহীকন্দের „ চামার আলু
মূর্ব্বার „ জিঙ্গিনী মূল
স্বর্ণ ও
রৌপ্যের „ লৌহ
পুষ্কর মূলের „ কুড়
সৈন্ধব লবণ „ সমুদ্র বা বিট
পুষ্পক „ কচি ফল

বিশেষ ভাবে কিছু বলা না থাকিলে দ্রব্য লইবার নিয়ম।

লবণ বলিলে সৈন্ধব, চন্দন বলিলে রক্তচন্দন, বুঝিতে হইবে। কিন্তু চূর্ণ, লেহ, আসব ও স্নেহ প্রস্তুত করিতে শ্বেতচন্দন এবং প্রলেপের ঔষধে রক্তচন্দন লইতে হইবে। দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতির বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে গোজাত দুগ্ধাদিই বুঝিতে হইবে॥

পাচন সংগ্রহ।

অটরূষকাদি—বাসকমূলের ছাল, কিসমিস ও হরীতকী ইহাদের কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তপিত্ত, কাস ও শ্বাস রোগ উপশমিত হয়।

অনন্তাদি—অনন্তমূল, শ্যামলতা, দ্রাক্ষা ভেউড়ি, সোণামুখী, কট্‌কী, হরীতকী, বাসকমূলের ছাল, নিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গোক্ষুরবীজ ; ইহাদের কাথ পান করিলে প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

অমৃতাদি—গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বাসকছাল, সোমরাজী ও হরীতকী, ইহাদের কাথ বাতরক্ত ও কুষ্ঠে উপকারী।

অমৃতাদি—গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, মুথা, ছাতিম ছাল, খদির, কৃষ্ণবেত, নিম্ব পত্র, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বিবিধ বিষদুষ্টি, বিসর্প, বিস্ফোট, কণ্ডূ মসূরা (বসন্ত), শীতপিত্ত ও জ্বরের উপশম হয়।

অমৃতাদি—গুলঞ্চ, নিমছাল ও পটোলপত্র ; ইহাদের কাথ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে দারুণ অম্লপিত্তও বিনষ্ট হয়।

অমৃতাদি.—গুলঞ্চ, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া, পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে, যাবতীয় চক্ষু রোগ নিবারিত হয়।

অমৃতাষ্টক—গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পটোলপত্র, শুঁঠ, রক্তচন্দন, মুথা ও কটকী, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মা জ্বর, বমি, অরুচি, পিপাসা ও গাত্রদাহ নিবারিত হয়।

আম্রাস্থ্যাদি,—আমের আঁটির মজ্জা ও বেলশুঁঠ, এই দুই দ্রব্যের ক্বাথ মধু ও চিনির সহিত পান করিলে, বমন ও অতিসার উপশমিত হয়।

অমলাগ্রধাদি,—সোঁদালের মজ্জা ও মুথা, যষ্টীমধু, বেণামূল, হরীতকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পটোলপত্র, নিমছাল, গুলঞ্চ ও কটুকী ইহাদের ক্বাথ বাতপিত্তজ্বর নষ্ট করে।

আরগ্বধাদি,—সোঁদালের মজ্জা, পিপুলমূল, মুথা, কটুকী ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, আমদোষযুক্ত এবং শূলবৎ ব্যথাবিশিষ্ট বাতশ্লেষ্মজ্বর নিবারিত হয়। ইহা অগ্নির উদ্দীপক এবং আমদোষ পাচক।

এরণ্ডদ্বাদশক,—এরণ্ডমূল, এরণ্ডবীজ, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, গুগালা, মাষাণী, শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, সিংহপুচ্ছী (চাকুলে বিশেষ) ও খাগড়ামূল ; ইহাদের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার শূল রোগ প্রশমিত হয়।

কঞ্চটকাদি,—কাঁচড়া পত্র, দাড়িম পত্র, জাম পত্র, পানিফল পত্র, বালা, মুথা, ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, অতিবেগবান অতিসারও উপশমিত হয়।

কটফলাদি,—কটফল, আতইচ, মুতা, কুড়চিছাল ও শুঁঠ ; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবন করিলে, পিত্তজনিত অতিসার বিনষ্ট হয়।

কটফলাদি,—কট্‌ফল, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও কৃষ্ণজীরা ; ইহাদের ক্বাথ বা চূর্ণ আদার রসের সহিত সেবন করিলে, পীনস, স্বরভেদ, নাসাস্রাব, হলীমক, শ্বাস, কাস, কফ ও সান্নিপাত দোষ নষ্ট হয়।

কটুকাদি,—কট্‌কী, চিতামূল, নিমছাল, হরিদ্রা, আতইচ, বচ, কুড়, ইন্দ্রযব, দূর্ব্বামূল, ও পটোল পত্র ; ইহাদের কাথে মরিচচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে যাবতীয় কফজ্বর বিনষ্ট হয়।

কটুকাদি,—কট্‌কী, আতইচ, আকনাদি, মুথা ও ইন্দ্রযব ; গোমূত্রদ্বারা ইহাদের যথাবিধি কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, কণ্ঠরোগ উপশমিত হয়।

কণ্টকার্য্যাদি,—কণ্টকারী, বৃহতী, কিস্‌মিস্‌, বাসক, কর্পূর, বালা, শুঁঠ ও পিপুল ; ইহাদের কাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে, পিত্তজকাস রোগ বিনষ্ট হয়।

কণ্টকার্য্যাদি,—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুথা, পটোলপত্র, ও কট্‌কী ; ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, দাহ, পিপাসা, অরুচি, বমি, কাস ও পার্শ্বশূলের উপশম হয়।

কলিঙ্গাদি,—ইন্দ্রযব, আতইচ, শুঁঠ, চিরাতা, বলা, ও দুরালভা, অথবা ইন্দ্রযব, দেবদারু, কট্‌কী, গজপিপ্‌পলী, গোক্ষুর, পিপুল, ধনে, বেলশুঁঠ, আকনাদি ও যমানি, এই সকল দ্রব্যের কাথে জ্বরাতিসার ও দাহরোগের শান্তি হয়।

কারব্যাদি,—কৃষ্ণজীরা, কুড়, এরণ্ডমূল, বলাডুমুর, শুঁঠ, গুলঞ্চ, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, বামুনহাটী, পুনর্ণবা ও দশমূল ; এই সমস্ত দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, ৩২ তোলা গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে ছাঁকিয়া সেবন করিলে, অভিন্যাস জ্বর বিনষ্ট হয়।

কাশ্মর্য্যাদি,—গাম্ভীরফল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, ও বালা ; ইহাদের কাথে চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, পিত্তজ পিপাসার উপশম হয়।

কিরাত তিক্তাদি,—চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদি বেণামূল ও বালা, এই সকল দ্রব্যের কাথ সকল প্রকার জ্বরে উপকারক।

কিরাতাদি,—চিরতা, গুলঞ্চ, ধনে, রক্তচন্দন, বেণামূল, ক্ষেত-পাপড়া, ও পদ্মকাষ্ঠ; ইহাদের কাথ সেবনে পিত্তজ্বর, দাহ, পিপাসা, শান্তি, অরুচি, বমনবেগ, বমি ও ক্লান্তি নিবারিত হয়।

কিরাতাদি,—চিরতা, আমলকী, শঠী, দ্রাক্ষা, শুঁঠ, পিপুল, নাগ-মুতা ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথ শীতল করিয়া ।০ গুড়ের সহিত পান করিলে বাতপৈত্তিকজ্বর প্রশমিত হয়

কুটজদাড়িম্ব,—কচি দাড়িমফলের ছাল ও কুড়চিছাল; এই উভয় দ্রব্যের কাথ মধুর সহিত পান করিলে, দুর্নিবার রক্তাতিসারও নিবারিত হয়।

কুটজাদি,—কুড়চি ছাল, শুঁঠ, মুতা, গুলঞ্চ ও আতইচ; ইহা-দের কাথ জ্বরাতিসার নিবারক।

কুলত্থাদি,—কুলত্থকলাই, শুঁঠ, কণ্টকারী ও বাসকমূলের ছাল; ইহাদের কাথে কুড়চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, হিক্কা ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

কৃমিশত্রাদি,—বিড়ঙ্গ, বচ, বেলশুঁঠ, ধনে ও কট্‌ফল; ইহা-দের কাথ সেবনে শ্লেষ্মাজনিত অতিসার প্রশমিত হয়।

খদিরাদি কাথ,—খদির, আমলকী, হরীতকী ও বহেড়া; ইহাদের কাথের সহিত মহিষের ঘৃত অথবা বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ভগন্দর বিনষ্ট হয়।

খর্জ্জুর কাথ,—খেজুর পাতার কাথ এক রাত্রি রাখিয়া পরদিন প্রাতঃকালে পান করিলে, ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

গন্ধর্ব্বহস্তাদি,—এরণ্ড, বাসক, গোক্ষুর, গুলঞ্চ, বেড়েলা ও

কুলেখাড়া, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে দীর্ঘকালজাত স্ফুটিত বাতরক্ত ও কফপিত্তরোগ কচ্ছু ও বিসর্পরোগ বারিত হয়।

গুড়ূচ্যাদি,—গুলঞ্চ, আমলকী, হরিতকী, বহেড়া, নিমছাল ও পটোল পত্র; ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে, পিত্তজনিত বমি নিবারিত হয়।

গুড়ূচ্যাদি,—গুলঞ্চ, মুথা, চিরতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুঁঠ, বেলছাল, শোণাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গনিয়ারি, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও দুরালভা; ইহাদের ক্বাথে মধু ও পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ব্বদোষজ রাত্রিকালীনজ্বর নিবারিত হয়।

গুড়ূচ্যাদি,—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, রক্তচন্দন, ও কট্‌কী; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর তৃষ্ণা, দাহ ও বমি নিবারিত হয়। ইহা দোষের পাচক এবং অগ্নির উদ্দীপনকারী।

গুড়ূচ্যাদি,—গুলঞ্চ, অনন্তমূল, দ্রাক্ষা, বেড়েলা ও শালপানী; ইহাদের ক্বাথ বাতিকজ্বরের শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

গুড়ূচ্যাদি,—গুলঞ্চ, আতইচ, ধনে, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, মুথা, বালা, আকনাদি, চিরতা, কুড়চিছাল, রক্তচন্দন, বেণামূল ও পদ্মকাষ্ঠ; ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া পান করিলে জ্বরাতিসার, বমনবেগ, অরুচি, কাস, পিপাসা ও দাহের শান্তি হয়।

গোধাবতী ক্বাথ,—গোয়ালে লতার মূলের ক্বাথ, ঘৃত, তৈল ও ঘোলের সহিত পান করিলে মূত্রাঘাত নষ্ট হয়।

গোক্ষুর ক্বাথ,—গোক্ষুর বীজের ক্বাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পুরীষ জন্য মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়।

গোক্ষুরাদি,—গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, রাস্না, বচ ও পুনর্ণবা, ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গগত বাত শমিত হয়।

ঘনাদি,—মুস্তা, নিমছাল, শুঁঠ, গুলঞ্চ, তিক্তবেগুন, পটোলপত্র ও ইন্দ্রযব ; ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে শীতপূর্ব্বজ্বর নিবারিত হয়।

চতুর্দ্দশাঙ্গ,—বেল, শোণা, গাম্ভারা, পারুল ও গনিয়ারী ইহাদের মূলের ছাল এবং শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ ও শুঁঠ ; এই সকল দ্রব্যের কাথ সান্নিপাত-জ্বর-নাশক।

চন্দনাদি,—রক্তচন্দন, চিরতা, দুরালভা ও নাগরমুথা, ইহাদের কাথ পান করিলে পিত্তজ জ্বর ও রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

চন্দনাদি,—রক্তচন্দন, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও চিরাতা ইহাদের কাথ সেবনে (পালা) জ্বর নিবারিত হয়।

চন্দনাদি,—রক্তচন্দন, ক্ষেৎপাপড়া, বালা, মুথা, রক্তপদ্মফুল, মৃণাল, মৌরী, ধনে, শ্বেতপদ্ম ও আমলকী, শীতল হইলে তাহাতে চিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে উৎকট দাহরোগ নিবারিত হয়।

চাতুর্ভদ্রক,—পাঠাসপ্তক—কফাধিক পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে চিরতা, শুঁঠ, মুথা ও গুলঞ্চের কাথ বিশেষ উপকারক। পিত্তাধিক, পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে—আকনাদী, বালা, বেণামূল এবং চিরাতা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত চারিটী পদার্থের কাথ যথেষ্ট উপকার করিয়া থাকে।

চাতুর্ভদ্রপাচন,—গুলঞ্চ, আতইচ, শুঁঠ ও মুথা ; ইহাদের কাথ মলরোধক, অগ্নির উদ্দীপক, আমদোষের পাচক এবং আমগ্রহণী-নাশক।

চিত্রকাদি—চিতামূল, আতইচ, মুতা, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব ও হরীতকী ; ইহাদের কাথ পান করিলে বাতশ্লেষ্মাতিসার বিনষ্ট হয়।

ত্রয়োদশাঙ্গ—ধনে, পিপুল, শুঁঠ ও দশমূল ; ইহাদের কাথ পান করিলে পার্শ্বশূল, জ্বর, শ্বাস, ও পীনসরোগের শান্তি হয়।

ত্রিকট্বাদি—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বহেড়া, আমলকী ও হরীতকী; ইহাদের কাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে কফজন্য কুরণ্ড বিনাশ হয়। ইহা বিরেচক ঔষধ।

ত্রিকট্বাদি—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, হরিদ্রা, জীবক, (অভাবে গুলঞ্চ) ও অশ্বগন্ধা; ইহাদের কাথ নাসিকাদ্বারা পান করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ প্রশমিত হয়।

ত্রিফলাদি—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, ও সোঁদলামজ্জা; ইহাদের কাথ চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে দাহ, রক্তপিত্ত ও পিত্তশূল নিবারিত হয়।

দশমূল পাচন—বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী; ইহাদের মূলের ছাল এবং শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; এই দশটি দ্রব্যকে দশমূল কহে। ইহা জ্বর, কাস, শ্বাস, গুল্ম, অষ্ঠীলা, বাতব্যাধি বাতবেদনা, বক্ষোবেদনা প্রভৃতি বিবিধ রোগনাশক।

দশমূলাদি—দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, কুড়, দেবদারু ও শুঁঠ; ইহাদের কাথ পান করিলে পার্শ্বশূল, স্কন্ধশূল, শিরঃশূল ও ক্ষয় কাসাদি পীড়ার উপশম হয়।

দশমূলাদি—দশমূল, দেবদারু, শুঁঠ, গুলঞ্চ, পুনর্ণবা ও হরীতকী; ইহাদের কাথ পান করিলে, জলোদর, শোথ, গোদ, গলগণ্ড ও বাতরোগ বিনষ্ট হয়।

দশমূলী পাচন—দশমূলের কাথে যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, শ্বাস, কাস, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও শূলরোগ নিবারিত হয়।

দশমূলী বলাদি—দশমূল, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও শুঁঠ;

ইহাদের কাথ এরণ্ড তৈলের সহিত পান করিলে, গৃধ্রসী, খাঞ্জ্য ও পঙ্গু রোগে উপকার হয়।

দাড়িম ক্বাথ—দাড়িম মূলের কাথ তিল তৈলের সহিত পান করিলে, ক্রিমি পড়িয়া যায়।

দার্ব্ব্যাদি—দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, বেণামূল ও নিমছাল; ইহাদের কাথ পান করিলে রক্তার্শঃ প্রশমিত হয়।

দার্ব্ব্যাদি—দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভুঁইআমলা, ক্ষেৎপাপড়া, শ্যামলতা, তগরপাদুকা, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, নিমছাল, মুথা, কুড়, শুঁঠ, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রানবাসক মূল, সরলকাষ্ঠ, বলাডুমুর, হাড়জোড়া, চিরতা, ভেলার মুটী, আকনাদী, কুশমূল, কটুকী, পিপুল ও ধনে; ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, সর্ব্ববিধ নূতন, পুরাতন জ্বর এবং কম্প, দাহ, ঘর্ম্মনির্গম, বমি, অতিসার, গ্রহণী, কাস, শ্বাস, কামলা, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাংস ও মেহ প্রভৃতির শান্তি হয়।

দার্ব্ব্যাদি—দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসক, মুথা, চিরতা, বেলশুঁঠ ও রক্তচন্দন; ইহাদের কাথ মধুর সহিত সেবন করিলে, শ্বেত, পীত, লোহিত বা নীলবর্ণের স্রাবযুক্ত এবং বেদনাযুক্ত প্রদর উপশমিত হয়।

দুর্ব্বাদি—দুর্ব্বা, কেশুর, নাটাকরঞ্জের ছাল, চৌকাপানা, নাগরমুতা ও শেওলা; ইহাদের কাথ পান করিলে, শুক্রমেহ নিবারিত হয়।

দেবদার্ব্ব্যাদি—দেবদারু, কুড়, বচ, পিপুল, শুঁঠ, চিরতা, কট্‌ফল, মুতা, কটুকী, ধনে, হরীতকী, গজপিপুল (২ ভাগ) দুরালভা, গোক্ষুর, বৃহতী, আতইচ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ও কালজীরা; ইহাদের কাথ হিং ও সৈন্ধব লবণের সহিত সেবন করিলে, শূল, কাস, জ্বর, শ্বাস,

মূর্চ্ছা, কম্প, শিরোরোগ, প্রলাপ, তৃষ্ণা, দাহ, তন্দ্রা, অতিসার ও বমন প্রভৃতি উপসর্গ সংযুক্ত সূতিকারোগ নষ্ট হয়।

দ্রাক্ষাদি—দ্রাক্ষা, রক্তচন্দন, পদ্মমূল, মুতা, কট্‌কী, গুলঞ্চ, আমলকী, বালা, বেণামূল, লোধ, ইন্দ্রযব, ক্ষেৎপাপড়া, ফলসাফল, প্রিয়ঙ্গু, দুরালভা, বাসক, যষ্টিমধু, গাব, চিরতা ও ধনে ; ইহাদের কাথ পান করিলে, পিত্তজ্বর, তৃষ্ণা, দাহ, প্রলাপ, রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, বমি, শূল, অরুচি, শ্বাস, ও কাস প্রভৃতি উপশমিত হয়।

দ্বাত্রিংশাঙ্গ—বামুনহাটী, চিরাতা, নিমছাল, মুতা, কট্‌কী, বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বাসক-ছাল, রাখাল-শশা, রাস্না, শ্যামলতা, পটোলী, দেবদারু, হরিদ্রা, গাব, পারুল ছাল, ব্রাহ্মীশাক, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, তেউড়ীমূল, আতইচ, কুড়, বলাডুমুর, কণ্টকারী, বৃহতী, ইন্দ্রযব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ও শঠী ; এই ৩২টী দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বর, শূল, কাস, হিক্কা, শ্বাস, আধ্মান, উরুস্তম্ভ, অন্ত্রবৃদ্ধি, গলরোগ, অরুচি ও সন্ধিস্থলের বেদনা প্রশমিত হয়।

দ্বাদশাঙ্গ—বেল, সোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী ; ইহাদের মূলের ছাল এবং শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কন্টিকারী, গোক্ষুর, কুড় ও পিপুল ; ইহাদের কাথ শ্বাস কাসযুক্ত সন্নিপাত জ্বরের নিবারক।

ধান্যককাথ,—ধনের কাথে চিনি মিশ্রিত করিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত হয়।

ধান্যনাগর—ধনে ও শুঁঠের কাথ পান করিলে, আমাজীর্ণ ও শূল প্রশমিত হয়। ইহাদ্বারা মূত্রাশয়েরও শোধন হইয়া থাকে।

নবকষায়—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া পটোলপত্র, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, কট্‌কী, বচ ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, কফপিত্তজ কুষ্ঠ নিবারিত হয়। গুলঞ্চ, বাসক, পটোলপত্র, নিম্বপত্র, আমলকী, হরীতকী,

বহেড়া, খদির ও সোঁদালফলের মজ্জা, ইহাদের কাথে গুগ্‌গুলু প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, বিসর্প ও বিষদোষ বিনষ্ট হয়। ইহাকেও নবকষায় কহে।

নবকার্ষিক—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কটুকী, গুলঞ্চ ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের মিলিত ১৮ তোলা আট গুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ থাকিতে ছাকিয়া, অর্দ্ধপোয়া পরিমাণে পান করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদি রোগের শান্তি হয়। এই পাচনের দ্রব্য পাঁচ রতিতে মাষা ধরিয়া তাহারই ৮ মাষায় তোলা হিসাবে ১৮ তোলা লইতে হইবে।

নলাদি—নল, কুশ, কাশ ও ইক্ষু; ইহাদের মূলের কাথ শীতল করিয়া, চিনির সহিত পান করিলে, মূত্রাঘাত প্রশমিত হয়।

নাগরক্বাথ—শুঁঠের কাথ উষ্ণ থাকিতে পান করিলে, শূল ও হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

নাগরাদি—শুঁঠ, ধনে, বামুনহাটী, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, পটোলপত্র, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কটুকী, মুতা, গজপিপ্পলী, সোঁদালের মজ্জা, চিরতা, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, এবং দশমূল; ইহাদের কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, ত্রিদোষ প্রবল সান্নিপাতিক জ্বরে উপকার হয়।

নাগরাদি,—শুঁঠ, বেণামূল, বেলছাল, মুতা, ধনে, মোচরস ও বালা; ইহাদের কাথ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরনাশক এবং মলরোধক।

নিদিগ্ধিকাদি,—কণ্টকারী, শুঁঠ ও গুলঞ্চ; দুই তিন দ্রব্যের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত ও পীনস রোগ প্রশমিত হয়। পিত্তের আধিক্য

থাকিলে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ না দিয়া, মধু প্রক্ষেপ দিতে হইবে। এই পাচন রাত্রিজ্বরে সন্ধ্যাকালে এবং অন্যান্য জ্বরে প্রাতঃকালে সেবনীয়।

নিদিগ্ধিকাদি,—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, পিপুল ও শুঁঠ; ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, কফজ্বর, কাস, শ্বাস, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর শান্তি হয়।

নিম্বাদি,—নিমছাল, গুলঞ্চ, শুঁঠ, দেবদারু, কট্‌ফল, কট্‌কী ও বচ; ইহাদের ক্বাথ সেবনে বাতশ্লেষ্মজ্বর, সন্ধিশূল, শিরঃশূল, কাস ও অরুচি নিবারিত হয়।

নিম্বাদি,—নিমছাল, পটোলপত্র, বহেড়া, আমলকী, হরীতকী, দ্রাক্ষা, মুথা, ও ইন্দ্রযব; ইহাদের ক্বাথ জ্বর নিবারক।

নিম্বাদি,—নিমছাল, ক্ষেৎপাপড়া, আকনাদী, পটোলপত্র, কট্‌কী, বাসকছাল, দুরালভা, আমলকী, বেণামূল, রক্তচন্দন ও শ্বেতচন্দন; ইহাদের ক্বাথ চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, জ্বর ও বসন্ত বিনষ্ট হয় এবং যে বসন্ত একবার উঠিয়া বসিয়া যায়, তাহা পুনর্ব্বার উদ্গত হয়।

পঞ্চতিক্ত পাচন,—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ, কুড় ও চিরতা; ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়।

পঞ্চতৃণামুস্তাদি পাচন,—কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু, ও খাগড়া; ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে, নালি সংযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমিত হয়।

পঞ্চমূলী ক্বাথ,—বেল, সোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গনিয়ারী; ইহাদের মূলের ছালের ক্বাথ পান করিলে বাতজ কাশ নিবারিত হয়।

পঞ্চমূলী বলাদি,—পঞ্চমূল (পিত্তের আধিক্য থাকিলে), (স্বল্প পঞ্চমূল) এবং বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে (বৃহৎ পঞ্চমূল), বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, শুঁঠ, আকনাদী, চিরতা, বালা, কুড়চি-

ছাল ও ইন্দ্রযব ; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ত্রিদোষজ অতিসার. জ্বর, বমি, শূল, কাস ও শ্বাস প্রশমিত হয়।

পঞ্চমূল্যাদি,—বেল, সোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, ইহাদের মূলের ছাল এবং বেড়েলা, রাস্না, কুলথকলাই ও কুড়, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ সেবন করিলে, বাতিকজ্বর, ও শিরঃকম্প, গাঁটে গাঁটে বেদনা, প্রভৃতি নিবারিত হয়।

পটোলাদি. · পটোলপত্র, অনন্তমূল, মুতা, আকনাদী ও কট্‌কী ইহাদের ক্বাথ সেবনে পুরাতন জ্বর নিবারিত হয়।

পটোলাদি,—পটোলপত্র, রক্তচন্দন, মূর্ব্বামূল, কটকী, আকনাদী, গুলঞ্চ ; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, পিত্তশ্লেষ্মজনিত জ্বর নষ্ট হয়।

পটোলাদি,—পটোলপত্র ও নিমছালের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে বাতরক্তের দোষ নিবারিত হয়।

পটোলাদি,—পটোলপত্র, শুঁঠ, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, রাখালশশা, বলাড়ুমুর, কট্‌কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কিম্বা মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার মুখরোগ বিনষ্ট হয়।

পটোলাদি,—পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুতা, বাসকছাল, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কট্‌কী ও ক্ষেৎপাপড়া ; ইহাদের ক্বাথ সেবন করিলে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত এবং পক্ক বসন্ত শুষ্ক হইয়া যায়। দূষিত ব্রণ জন্য জ্বরেরও ইহা বিশেষ উপকারক।

পথ্যাদি,—হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুতা, শুঁঠ ও আতইচ ; ইহাদের ক্বাথ অতিসার দোষনাশক।

পথ্যাদি,—হরীতকী, দেবদারু, বচ, শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ, ইহাদের ক্বাথ বাতাতিসার নাশক।

পথ্যাদি—হরীতকী, চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদি, বচ, মুতা, কুড়চিছাল, ও শুঁঠ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ শ্লেষ্মাতিসারনাশক।

পথ্যাদি—জীর্ণ জ্বরে মলবদ্ধতা থাকিলে হরীতকী, সোঁদালের মজ্জা, কট্‌কী, ভেউড়ী ও আমলকী ; ইহাদের ক্বাথ পান করিতে দিবে।

পথ্যাদি—হরীতকী, শালপানি, শুঁঠ ; দেবদারু, আমলকী ও বাসকছাল, ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে, (চাতুর্থক) ঋাহিক) জ্বর শীঘ্রই নিবারিত হয়।

পথ্যাদি—হরীতকী, হরিদ্রা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, পুনর্নবা, দেবদারু, শুঁঠ ; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে উদর, হস্ত, পদ ও মলাশ্রিত শোথ উপশমিত হয়।

পাঠাদি—আকনাদি শিরীষ, দুরালভা, দূর্ব্বামূল, পলাশবীজ, শাবকফল, ও কয়েতবেল ; ইহাদের ক্বাথ মেহনাশক।

পাঠাদি—আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিরাতা, মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, জ্বরসংযুক্ত আমাতিসার নিবারিত হয়।

পাষাণভেদাদি,—পাথরকুচি, বরুণছাল, গোক্ষুর ও কড়ই বৃক্ষের মূল, ইহাদের ক্বাথে শিলাজতু ও গুড়, কাঁকুড়বীজচূর্ণ, শশার বীজচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, দুঃসাধ্য অশ্মরী ও নিবারিত হয়।

পিপ্‌পল্যাদি—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, মরিচ, ছোটএলাচ, যমানী ইন্দ্রযব, আকনাদী, রেণুক, জীরা, বামনহাটী, ঘোড়ানিমের ফল, কট্‌কী, সর্ষপ. বিড়ঙ্গ, আতইচ, দূর্ব্বামূল ইহাদের ক্বাথে হিং প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে কফজ্বর, (সর্দ্দি) অরুচি, গুল্ম, ও শূল রোগের শান্তি হয়।

পুনর্ণবা,—শ্বেতপুনর্ণবামূল হরীতকী, নিমছাল, দেবদারু, কট্‌কী,

পটোলপত্র, গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের কাথ ২ তোলা গোমূত্রের সহিত পান করিলে পাণ্ডু, কাস, উদর, শ্বাস, শূল ও সর্ব্বাঙ্গগত শোথ প্রশমিত হয়।

পুনর্নবাদি,—শ্বেত পুনর্নবা, দারুহরিদ্রা, কট্‌কী, পটোলপত্র, হরীতকী, নিমছাল, মুথা, শুঁঠ ও গুলঞ্চ, ইহাদের কাথে গোমূত্র ও গুগ্‌-গুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, সর্ব্বাঙ্গগত শোথ, উদর, শ্বাস এবং কাস ও শূলযুক্ত পাণ্ডু রোগ বিনষ্ট হয়।

পূতিকাদি,—করঞ্জ, পিপুল, শুঁঠ বেড়েলা ধনে ও হরীতকী; ইহাদের কাথ সায়ংকালে সেবন করিলে বাতাতিসার নষ্ট হয়।

পৃশ্নিপর্ণ্যাদি,—চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঁঠ ধনে, নীলশুঁদী, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আতইচ, মুথা, দেবদারু, আকনাদী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কাথে মরিচচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শোকজন্য অতিসার নিবারিত হয়।

ফলত্রিকাদি,—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, চিরতা ও নিমছাল; ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে পাণ্ডু ও কামলারোগ বিনষ্ট হয়।

ফলত্রিকাদি,—আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, রাখালশশা ও মুতা, ইহাদের কাথে হরিদ্রাচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়।

বচাদি,—বচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী ও দশমূল; ইহাদের কাথ পান করিলে বাতগুল্ম ও বাতজ্বর নিবারিত হয়।

বৎসকাদি,—কুড়চিছাল, আতইচ, বেলশুঁঠ, বালা ও মুথা ইহাদের কাথ পান করিলে আমযুক্ত সবেদন সরক্ত ও দীর্ঘকালজাত অতি-সার প্রশমিত হয়

বৎসানস্যাদি,—গুলঞ্চ, কুড়চিছাল, মুথা, চিরতা, নিমছাল, আতইচ, ও তেলাকুচা; ইহাদের কাথ সেবনে জ্বরাতিসার বিনষ্ট হয়।

বরুণাদি—বরুণছাল, পাথরকুচি, শুঁঠ ও গোক্ষুর; ইহাদের কাথে যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অশ্মরী (পাথরী) ও শর্করা (বালির মত পদার্থ) রোগ বিনষ্ট হয়।

বলাদি—বেড়েলা, শ্বেত পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের কাথে হিং ২ রতি ও সচল লবণ ॥৹ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিকশূল বিনষ্ট হয়।

বলাদি—বেড়েলা, মাষকলাই, আলকুশীমূল, গন্ধতৃণ ও এরণ্ডমূল; ইহাদের কাথ পান করিলে, অর্দ্দিত পক্ষাঘাত ও বিশ্বচী নামক বাতব্যাধি প্রশমিত হয়।

বাজিগন্ধাদি—অশ্বগন্ধা, বেড়েলা, পীতবেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, দশমূল, শুঁঠ, শ্বেতকুলেখাড়া, রক্তকুলেখাড়া ও রাস্না; ইহাদের কাথ বাতব্যাধিনাশক।

বালাদি—বালা, শ্বেতপদ্ম, চন্দন, বেণামূল, দারুচিনি, ধনে ও জটামাংসী; ইহাদের কাথ কামজ্বর নিবারক।

বাসাদি—বাসকছাল, মুথা, গুলঞ্চ, পটোলপত্র, শুঁঠ, ধনে ও চিরতা; ইহাদের কাথ মধুসহ পান করিলে, পাণ্ডু ও কামলা রোগে বিশেষ উপকার হয়।

বাসাদি—বাসকমূলের ছাল, কণ্টকারী ও গুলঞ্চ; ইহাদের কাথ মধুর সহিত পান করিলে, জ্বর ও কাসের শান্তি হয়। এই কাথ পিপুল চূর্ণের সহিত সেবন করিলে কাস, ক্ষুদ্রশ্বাস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

বাসাদি—বাসকছাল, গুলঞ্চ ও সোঁদালমজ্জা; ইহাদের কাথে এরণ্ডতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, বাতরক্ত উপশমিত হয়।

বাসকাদি—বাসকছাল, হরীতকী, মুতা, বহেড়া ও পটোলপত্র ইহাদের কাথ চক্ষুতে সেচন করিলে, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব বিনষ্ট হয় এবং দৃষ্টিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

বিভীতকাদি—বহেড়া, সোঁদালের মজ্জা, কটকী, তেউড়ীমূল ও হরীতকী; ইহাদের কাথ সেবন করিলে, বিষমজ্বর, দাহ ও তৃষ্ণা প্রশমিত হয়।

বিল্বাদি—বেলছাল, বামুনহাটী, যমানী, রাস্না, কুড়, পিপুল, শুঁঠ এবং দশমূলের দশখানি; এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে, সন্নিপাত জ্বর, বক্ষোবেদনা, পার্শ্বশূল, উদরাধ্মান, শ্বাস, কাস, অগ্নিমান্দ্য ও তন্দ্রা নিবারিত হয়।

বিল্বাদি—বেলমূলের ছাল, এরণ্ডমূল, চিতামূল ও শুঠ; ইহাদের কাথে হিং ২ রতি ও সৈন্ধব লবণ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শূলরোগ বিনষ্ট হয়।

বিল্বাদি—বেলশুঠ, ইন্দ্রযব, মুতা, বালা ও আতইচ; ইহাদের কাথ সেবন করিলে, আমদোষযুক্ত পিত্তাতিসার বিনষ্ট হয়।

বিল্বাদি—বেলমূলের ছাল, শোণামূলের ছাল, গাম্ভারী মূলের ছাল, পারুল মূলের ছাল, গণিয়ারী মূলের ছাল, গুলঞ্চ, আমলকী ও ধনে, ইহাদের কাথ বাতিক জ্বর নাশক।

বিশ্বাদি—শুঠ, গুলঞ্চ ও পিপুল ইহাদের কাথ সেবনে বাতিকজ্বর প্রশমিত হয়।

বিশ্বাদি—শুঠ, গুলঞ্চ, মুতা, চিরতা, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর; ইহাদের কাথ বাতপৈত্তিক জ্বর নাশক।

বীরতর্বাদি—অর্জ্জুনছাল, পীতঝাঁটী, নীলঝাঁটী, খাগড়া মূল, বাঁদরা বা পরগাছা, নলমূল, গুলঞ্চ, কাসমূল, কুশমূল পাথরকুচী, ইক্ষুমূল,

শোণাছাল, হাতিশুঁড়া, কড়ুহুঁড়ে, আকন্দমূল, গণিয়ারী, শতমূলী গোক্ষুর ও কড়ই বৃক্ষের মূল, ইহাদের কাথ পান করিলে, অশ্মরী, শর্করা, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত নষ্ট হয়।

বৃহৎ কট্‌ফলাদি—কট্‌ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেৎপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধনে, শঠী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, বালা, চিরতা, বামনহাটী, ধলাআকড়া, বেড়েলা, পিপুল, মূল এবং দশমূলের দশখানি, এই সমস্ত দ্রব্যের কাথ আদার রস ও হিং প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সন্নিপাতজ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভঙ্গ, কর্ণমূলের শোথ, মুখরোগ, শিরোরোগ, কাস এবং বাতশ্লেষ্মজনিত অন্যান্য রোগের শান্তি হয়।

বৃহৎ পঞ্চমূল—বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী; এই পাঁচটী দ্রব্যের মূলের ছালকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহে)।

বৃহৎ পঞ্চমূলাদি—বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী; ইহাদের মূলের ছাল এবং শুঁঠ, পাণিফলপত্র, কাঁচড়াদাম, মুথা, জামপাতা, দাড়িমপাতা, বেড়েলা, বালা, গুলঞ্চ, আকনাদী, বেলশুঁঠ, বরাক্রান্তা, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, ধনে ও ধাইফুল, ইহাদের কাথে আতইচ চূর্ণ।০ আনা মিশাইয়া দিয়া পান করিলে, সরক্ত বা নীরক্ত জ্বরাতিসার উপশমিত হয়।

বৃহত্যাদি—বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়, বামুনহাটী, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, ইন্দ্রযব পটোলপত্র ও কট্‌কী, ইহাদের কাথ পান করিলে সন্নিপাত জ্বর ও কাসাদি উপদ্রব প্রশমিত হয়।

বৃহৎ ধাত্র্যাদি—আমলকী, দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, কুশমূল, কুকুইকুদূল ও হরীতকী; ইহাদের কাথে অর্দ্ধতোলা চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছ্র ও তজ্জনিত দাহাদি বিনষ্ট হয়।

ভদ্রমুস্তাদি—নাগরমুতা, শুঁঠ, গুলঞ্চ, আমলকী, আকনাদী, বেণামূল ও বালা, ইহাদের কাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মাজ্বর বিনষ্ট হয়।

ভদ্রাদি—কট্‌ফল, ধনে, শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, চিরতা, পটোলপত্র, বাসকছাল, কুড়, ইন্দ্রযব, নিমছাল, বামুনহাটী ও ক্ষেৎপাপড়া; ইহাদের কাথ পান করিতে শীতপূর্ব্বজ্বর নিবারিত হয়।

ভূনিম্বাদি—চিরতা, বাসকছাল, কট্‌কী, পটোলপত্র, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, রক্তচন্দন ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে বিসর্প, দাহ, জ্বর, মুখশোষ, বিস্ফোট, পিপাসা ও বমি প্রশমিত হয়।

ভূনিম্বাদি, অষ্টাদশাঙ্গ—চিরতা, দেবদারু, শুঁঠ, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে, গজপিপ্পলী, ও দশমূল (বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারা, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর); ইহাদের কাথ সেবন করিলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ, শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার জ্বর প্রশমিত হয়।

মধুকাদি—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, বেণামূল, অনন্তমূল, পদ্মকাষ্ঠ ও তেজপাত, ইহাদের কাথ চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে গর্ভিণীদিগের জ্বর উপশমিত হয়।

মধুকাদি—যষ্টিমধু, অনন্তমূল, শ্যামলতা দাক্ষা, মৌরি, রক্তচন্দন, নীলোৎপল, গাম্ভারীছাল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকেশর, ফল্‌সাফল ও বেণামূল; এই সমুদায় দ্রব্য মিলিত ২ তোলা কুট্টিত করিয়া অর্দ্ধপোয়া চালুনি (চাল্ ধোয়া) জলে পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া লইবে, পরে তাহার সহিত মধু, চিনি ও খৈ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর এবং দাহ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও রক্তপিত্ত নিবারিত হইবে।

মধুকাদি—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুতা, আমলকী, ধনে, বেণামূল,

গুলঞ্চ ও পটোলপত্র; ইহাদের কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অষ্টবিধ জ্বর এবং সুদারুণ বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

মরিচাদি—মরিচ, পিপুল মূল, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, চিতামূল, কটফল, কুড়, মুতা, বচ, হরীতকী, কণ্টকারী, জটামাংসী, কাঁকড়াশৃঙ্গী যমানী ও নিমছাল, ইহাদের কাথ পান করিলে, উপদ্রবের সহিত কফজ্বর নষ্ট হয়।

মহাবলাদি—পীতবেড়েলার মূল ও শুঁঠ, এই দুই দ্রব্যের কাথ ২।৩ দিন পান করিলেই শীত-কম্প ও অত্যন্ত দাহ যুক্ত বিষমজ্বর প্রশমিত হয়।

মহৌষধাদি—শুঁঠ, গুলঞ্চ, কণ্টকারী, কুড় ও পিপুলমূল, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূর্চ্ছা ও মেদরোগ বিনষ্ট হয়।

মহৌষধাদি—শুঁঠ, গুলঞ্চ, মুতা, রক্তচন্দন, বেণামূল ও ধনে ইহাদের কাথ চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে, তৃতীয়ক (পালা) জ্বর নিবারিত হয়।

বাসাদি—বাসকছাল, আমলকী, শালপানী, দেবদারু, হরীতকী ও শুঁঠ; ইহাদের কাথ চিনি ও মধুসহ সেবন করিলে চাতুর্থক (দ্ব্যাহিক) জ্বরের শান্তি হয়।

মাতুলুঙ্গাদি—টাবালেবুর মূল, রাঙ্গাশাক, শুঁঠ ও পিপুলমূল; ইহাদের কাথে যবক্ষার ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, কফজ্বরের দোষ নষ্ট হয়।

মাতুলুঙ্গাদি—টাবালেবু, পাথরকুচি, বেলছাল, কণ্টকারী, আকনাদী ও এরণ্ডমূল; ইহাদের কাথে সৈন্ধবলবণ ও গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অভিন্যাস জ্বর এবং আনাহ ও শূল প্রশমিত হয়।

মাষাদি—মাষকলাই, আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল ও বেড়েলা ইহাদের ক্বাথে হিং ২ রতি ও সৈন্ধবলবণ।০ চারি আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পক্ষাঘাত প্রশমিত হয়।

মুদ্গপর্ণ্যাদি—মুগানী, মাষাণী, তেউড়ীমূল, সোঁদালপত্র, শঠী, বিষ্কড়কবীজ, নীলমূল, এলাচ, হরীতকী, শ্যামালতা, অনন্তমূল ও লবঙ্গ ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, প্রমেহ পিড়কার দোষ নষ্ট হয়।

মুস্তাদি—মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও দুরালভা; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, বাতশ্লেষ্মজ্বর এবং অরুচি, বমি, দাহ ও মুখশোষ নিবারিত হয়।

মুস্তাদ্যপাচন—মুতা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, বাসকছাল, বালা, ক্ষেৎপাপড়া, হরীতকী, কণ্টকারী ও দুরালভা; ইহাদের ক্বাথ বাতশ্লেষ্মজ্বরে বিশেষ উপকার করে।

মৃদ্বীকাদি—দ্রাক্ষা, মরিচ, বাসকছাল ও যষ্টিমধু, ইহাদের ক্বাথ চিনি বা মিছরীর সহিত সেবন করিলে, প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি), কফ ও কাস প্রশমিত করে।

যবাদি—নিস্তুষ যব, বাসক ও আমলকী; ইহাদের ক্বাথে দারুচিনি, এলাইচ, তেজপাত ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত নিবারিত হয়।

যমান্যাদি—যমানী, বচ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের ক্বাথ উষ্ণ থাকিতে রাত্রিতে পান করিলে শ্লৈষ্মিক গুল্ম প্রশমিত হয়।

রাস্নাদি—রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদালমজ্জা, দেবদারু, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্ণবা; ইহাদের ক্বাথে শুঁঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ, ত্রিক ও পার্শ্বদেশের বেদনা প্রশমিত হয়।

রাস্নাদি—রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, সোঁদাল-ফলের মজ্জা, গোক্ষুর, পটোলপত্র ও বাসক; ইহাদের কাথে এরণ্ড তৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, অন্ত্রবৃদ্ধি বিনষ্ট হয়।

রাস্নাদি—রাস্না, দশমূল, শঠী, পিপুল, শুঠ, কুড়, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁইআমলা, বামুনহাটী, গুলঞ্চ, নাগরমুতা ও চিতামূল; ইহাদের কাথ সেবন করিলে, হিক্কা, শ্বাস, কাস, পার্শ্বশূল ও হৃদ্রোগ নিবারিত হয়।

রাস্নাদি—রাস্না, বাঁদড়া বা পরগাছা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ ও এলবালুকা; ইহাদের কাথে।• আনা চিনি ও।• আনা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতকজ্বর বিনষ্ট হয়।

রোহিতকাদি—রোহিতক (রয়না) ও হরীতকীর কাথে পিপুলচূর্ণ ও যবক্ষার প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করিলে, প্লীহা ও যকৃৎ উপশমিত হয়।

শঠ্যাদি—শঠী, কুড়, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুরালভা, গুলঞ্চ, শুঁঠ, আকনাদী, চিরাতা ও কটকী, ইহাদের কাথ পান করিলে, সন্নিপাত-জ্বর, কাস, হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও তন্দ্রা নিবারিত হয়।

শাখোট কাথ—শেওড়াছালের কাথে গোমূত্র প্রক্ষেপ দিয়া, পান করিলে, (গোদের) উপকার হয়।

শালপর্ণ্যাদি—শালপানী, বেড়েলা বেলশুঁঠ, ধনে ও শুঁঠ; ইহাদের কাথ পান করিলে, আধ্মান এবং বেদনাযুক্ত বাতজ গ্রহণী নিবারিত হয়।

শালপর্ণ্যাদি—শালপানী, বেড়েলা, রাস্না, গুলঞ্চ ও অনন্তমূল ইহাদের ঈষদুষ্ণ কাথ সেবনে তীব্র বাতিকজ্বর বিনষ্ট হয়।

শিগ্রুকাথ—সজিনামূলের কাথে পিপুল, কুলকুড়ি ও সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে প্লীহোদররোগের শান্তি হয়।

শুণ্ঠ্যাদি—শুঁঠ, মুতা, আতইচ ও গুলঞ্চ; ইহাদের কাথ পান করিলে, অগ্নিমান্দ্য, আমদোষ ও অপক গ্রহণীরোগ নিবারিত হয়।

শৃঙ্গ্যাদি—কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, পিপুল- চিরাতা, ক্ষেতপাপড়া, দেবদারু, বচ, কুড়, দুরালভা, কট্‌ফল, শুঁঠ, মুথা, ধনে, কট্‌কী, ইন্দ্রযব, আকনাদী, রেণুক, গজপিপ্পলী, আপাংমূল, পিপুল- মূল, চিতামূল, রাখালশশা, সোঁদালমজ্জা, নিমছাল, শঠী, সোমরাজীবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, যমানী ও বনযমানী; ইহাদের কাথে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, উৎকট অভিন্যাস জ্বর, ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বর এবং তন্দ্রা, মোহ, কর্ণশূল, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও অন্যান্য উপদ্রব সাম্য হয়।

শ্বদংষ্ট্রাদি—গোক্ষুর, এরণ্ডপত্র, শুঁঠ, ও বরুণছাল; ইহাদেব কাথ পান করিলে অশ্মরী রোগ বিনষ্ট হয়।

শ্বদংষ্ট্রাদি—গোক্ষুর ও শুঁঠ এই দুই দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে কফজন্য মূত্রকৃচ্ছ্রে উপকার হয়।

ষড়ঙ্গপানীয়—মুতা, ক্ষেৎপাপড়া, বেণামূল, রক্তচন্দন, বালা, শুঁঠ মিলিত ২ তোলা /৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ সের থাকিতে ছাঁকিয়া নবজ্বরের রোগীকে পান করাইলে, তাহার জ্বর এবং পিপাসার শান্তি হয়।

ইহা জ্বরের প্রথম অবস্থাতেই পিপাসাদি উপদ্রব নিবারণের জন্য প্রয়োগ করা যায়।

সপ্তচ্ছদাদি—ছাতিম ছাল, বেণামূল, পটোলপত্র, মুতা, হরী- তকী, কট্‌কী, যষ্টিমধু, সোদালফলের মজ্জা, ও রক্তচন্দন; ইহাদের কাথ পান করিলে মুখদোষ নিবারিত হয়।

সমঙ্গাদি—বেড়েলা, ধাইফুল, বেলশুঁঠ, আমের আঁটির মজ্জা

ও পদ্মকেশর; অথবা বেলশুঁঠ, মোচরস, লোধ, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে রক্তস্রাব নিবারণ করে।

সমঙ্গাদি—বেড়েলা, আতইচ, মুতা, শুঁঠ, বালা, ধাইফুল, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব ও বেলশুঁঠ; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার অতিসার বিনষ্ট হয়।

সিন্ধুবারাদি—নিষিন্দা পাতার ক্বাথ পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে, কফজ্বর এবং তজ্জনিত জঙ্ঘাদ্বয়ের অবসন্নতা ও শ্রবণশক্তির নাশ নিবারিত হয়।

সূতিকাদশমূল—শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝাঁটী, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও মুতা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে জ্বর ও দাহসংযুক্ত সূতিকারোগ বিনষ্ট হয়।

স্বল্পপঞ্চমূল—শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই পাঁচটি দ্রব্যের মূলকে স্বল্প পঞ্চমূল কহে।

হরীতক্যাদি—হরীতকী, গোক্ষুর, সোদালফলের মজ্জা, পাথর-কুচী, বেলমূলের ছাল ও দুরালভা; ইহাদের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে, মূত্রকৃচ্ছের দাহ, বেদনা ও মূত্রবিবদ্ধতা বিনষ্ট হয়।

হ্রীবেরাদি—বালা, নীলসুঁদী ফুল, ধনে, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, বেণামূল ও তেউড়ী; ইহাদের ক্বাথ চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে, রক্তপিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা ও জ্বরে উপকার হয়।

হ্রীবেরাদি—বালা, রক্তচন্দন, বেণামূল, মুতা ও ক্ষেৎপাপড়া; ইহাদের ক্বাথ শীতল করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ্বর এবং তদুপসর্গ পিপাসা, বমি ও গাত্রদাহ নিবারিত হয়।

হ্রীবেরাদি—বালা, আতইচ, মুতা, বেলশুঠ শুঁঠ ও ধনে; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে, মলের পিচ্ছিলতা ও বিবদ্ধতা এবং আমদোষ

ও শূল নিবারিত হয়। ইহা সরক্ত সজ্বর বা বিজ্বর অতিসার বিনষ্ট করিতে সক্ষম।

হ্রীবেরাদি—বালা, সোঁদাল ফলের মজ্জা, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গুলঞ্চ, মুতা, বেণামূল, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া ও আতইচ ; ইহাদের কাথ সেবন করিলে, সূতিকা জন্য অতিসার, রক্তাতিসার ও জ্বর নিবারিত হয়।

ক্ষুদ্রাদি—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুঁঠ ও কুড, ইহাদের কাথ পান করিলে, বাতশ্লেষ্ম জ্বর এবং শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্বশূল প্রশমিত হয়।

রোগের অবস্থা বিশেষে পাচন নির্ণয়।

জ্বর চিকিৎস।

১। **নবজ্বর বা তরুণ জ্বর**—সাধারণতঃ ৭ দিন যাবৎ জ্বরের নূতন অবস্থা থাকে। এই অবস্থায় বীর্য্যবান্ ঔষধ প্রয়োগ করা নিসিদ্ধ। অতএব তরুণ জ্বরে পাচনাদি গুরুপাক ঔষধ না দিয়া ষড়ঙ্গ পানীয়, স্বরস, কল্ক, ফাণ্ট ও শীতকষায় প্রভৃতি লঘুপাক ঔষধই ব্যবস্থেয়। কিন্তু কোনরূপ গুরুতর বিপদের আশঙ্কা দেখিলে ভাল চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

২। সাধারণ জ্বরের দ্বিবিধ অবস্থা লক্ষিত হয়। সাম অবস্থা অর্থাৎ আমযুক্ত অবস্থা এবং নিরাম অবস্থা অর্থাৎ আমের পরিপাকাবস্থা। জ্বর হইলে প্রথম ৭ দিন সাম অবস্থা বলিয়া ধার্য্য হয় এবং তৎপর নিরাম অবস্থা। এই অবস্থায় অল্প অল্প ক্ষুধা বোধ, দেহের লঘুতা, জ্বরের লাঘব, বায়ু, পিত্ত, কফ ও কাসের নিঃসরণ এবং ৮ম দিন অর্থাৎ ৭ দিন অতীত হইয়া ৮ম দিন হইতে জ্বরের নিরাম অবস্থা বলিয়া গণ্য হয়। জ্বরের নিরাম অবস্থাতে পাচন প্রয়োগ করা বিধেয়। কিন্তু সাম অবস্থায় পাচন দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ পাচন জিনিষটা স্বভাবতঃই গুরুপাক।

৩। সাম জ্বরে—ষড়ঙ্গ পানীয়, বাতিক জ্বরে—আরগ্বধাদি, পিত্ত জ্বরে—গুড়ূচ্যাদি, কফজ্বরে—ধান্য পটোলাদি, শ্লেষ্মাযুক্ত পিত্ত জ্বরে—কিরাতাদি পাচন ব্যবহৃত হয়। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণ পরে বলা হইতেছে।

৪। **বাত জ্বর**—জ্বর কখনও অধিক কখনও কম, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, শুষ্ক, হাই উঠা, নিদ্রা নাশ, কম্পদিয়া জ্বর আসা, বমন, মুখ বিরস, শুষ্ককাশ,

হাঁচি না হওয়া, বুকে ব্যথা, অঙ্গ মর্দ্দ, কোষ্ঠ কাঠিন্য, পেট ফাঁপা, গাত্র বেদনা, ইত্যাদি লক্ষণ বাত জ্বরে হয়। কিন্তু সমস্ত লক্ষণ এককালে বা ক্রমান্বয়ে এক রোগীতে প্রকাশ পাইলে রোগ অসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। এতগুলি লক্ষণের মধ্যে কাহারও ২।৪টা কাহারও ৩।৪টা লক্ষণদৃষ্ট হয়।

৫। **নিরাম জ্বরে**—জ্বরের অনিয়ত অবস্থায় বিল্বপঞ্চমূলম্, মুখের বিরসতা ও ভারবোধ এবং পেট ফাঁপা, পেটে শূলবং বেদনা থাকিলে শুণ্ঠ্যাদি, শুষ্ক কাশ ও বুকে বেদনা থাকিলে—কিরাতাদি ব্যবস্থেয়।

সর্ব্বলক্ষণ যুক্ত বাতিক জ্বরের ৭ম দিবসে—গুড়ুচ্যাদি, শ্রীফলাদি।

সর্ব্বাঙ্গে বেদনা থাকিলে—রাস্নাদি।

বমন থাকিলে—বিল্বাদি।

মুখাদি শুষ্ক হইতে থাকিলে এবং প্রস্রাব সম্বন্ধায় দোষ লক্ষিত হইলে দর্ভমূলাদি।

কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে—পিপ্পলাদি, কাশ্মর্য্যাদি।

কাশ বা হাঁপানীযুক্ত বাতজ্বরে—ভূনিম্বাদি ও দুরালভাদি কষায়।

অঙ্গমর্দ্দ থাকিলে—বিল্বাদি।

শরীর বেদনা ও তীব্র বেগযুক্ত অবস্থায়—শাল পর্ণ্যাদি, শত পুষ্পাদি।

কম্প দিয়া জ্বর আসিলে কিম্বা কেবলমাত্র শিরঃকম্প থাকিলে, গাঁটে গাঁটে বেদনা থাকিলে অথবা সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য বেদনা থাকিলে—পঞ্চমূলাদি।

কফাশ্রিত বাতিক জ্বরে, অগ্নিমান্দ্য, গলা ও বুকে ভার বোধ। অর্থাৎ ঐ স্থানে কিছু আট্‌কাইয়া আছে বলিয়া বোধ হইলে, ঘর্ম্ম, হিক্কা, হিমাঙ্গ, ও মূর্চ্ছাযুক্ত বাতিক জ্বরে—কণাদি, কাকোল্যাদি।

জ্বর ভুগিতে ভুগিতে শরীর নিস্তেজ হইয়া পড়িলে—শতাবরীস্বরস।

বাতপ্রধান রাত্রিজ্বরে—বচাদি।

পিত্তজ্বরের লক্ষণ—জ্বরের বেগ খুব বেশী, অতিসারের ন্যায় তরল দাস্ত, নিদ্রার অল্পতা, বমি, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, মুখ নাক প্রভৃতি স্থানে ক্ষত, ঘর্ম্ম নির্গম, প্রলাপ অর্থাৎ অসম্বন্ধ বাক্য বিন্যাস, মুখ তিক্ত, মূর্চ্ছা, দাহ, মত্ততা ও পিপাসা, মল, মূত্র ও চক্ষু পীতবর্ণ হয় এবং গাত্র ঘূর্ণন প্রভৃতি হইয়া থাকে।

এই জ্বরের সাম অবস্থায়—তিক্তাদি।

নিরাম অবস্থায় কাশ দৃষ্ট হইলে—কটুফলাদি।

নিরাম অবস্থায় কফের উপদ্রব না থাকিলে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে—নাগরাদি।

দাহ ও পিপাসার জন্য—পর্পটাদি, পটোলাদি।

পিপাসা, বমি, দাহ যুক্ত অবস্থায়—হ্রীবেরাদি।

মুখের বিরসতা ও মূর্চ্ছায়—কলিঙ্গাদি।

দাহ, পিপাসা, ভ্রান্তি, অরুচি, বমন, বমনবেগ ও ক্লান্তিযুক্ত অবস্থায়—কিরাতাদি।

বমি, দাস্ত, পিপাসা ও দাহ যুক্ত অবস্থায়—বিল্বাদি।

কেবলমাত্র দাহ ও কাশযুক্ত জ্বরে—দুরালভাদি কষায়।

ভ্রম, দাহ ও পিপাসাযুক্ত জ্বরে—অমৃতাদি।

দাস্তযুক্ত জ্বরে—লোধ্রাদি।

জ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য অবস্থায় মুখশোষ, প্রলাপ, অন্তর্দাহ (অর্থাৎ ভিতরে দাহ ও শরীরের উপর শীত) মূর্চ্ছা ভ্রম এবং পিপাসাযুক্ত জ্বরে—দ্রাক্ষাদি। ইহা দাস্তকর ও রক্তপিত্ত নাশক।

নানাবিধ উপদ্রবের সহিত পিত্তজ্বর নাশের জন্য গুড়ূচ্যাদি উত্তম।

পিত্তজ্বরে সমস্ত উপদ্রব এক সঙ্গে লক্ষিত হইলে—দ্রাক্ষাদি।

তৃষ্ণা নাশের জন্য—যবপটোল ভাল ঔষধ।

কফজ্বর—শরীরে ভিজা কাপড় দ্বারা আচ্ছাদনবৎ বোধ, জ্বরের সামান্য বেগ, নাড়ীর গতি মন্দ, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, রোমাঞ্চ, মূত্র, নেত্র, মুখ শ্বেতবর্ণ, নিদ্রাধিক্য, নাক দিয়া জল পড়া, মুখ মিষ্ট আস্বাদ যুক্ত, কাস, শীত বোধ, অঙ্গের গুরুত্ব প্রভৃতি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

এই জ্বরের আম অবস্থায়—মাতুলুঙ্গাদি।

সর্দ্দি ও অরুচি যুক্ত কফজ্বরের আম অবস্থায় ও গুল্মজ্বরে—পিপ্পল্যাদি।

সর্দ্দি জ্বরে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে—নিম্বাদি।

সর্দ্দি, জলস্রাব দুর্ব্বলতা ও শ্রবণ শক্তির হ্রাসভাব দৃষ্ট হইলে—সিন্ধুবারাদি।

শ্বাস, কাশ, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর নিঃসরণ করিবার জন্য—নিদিগ্ধিকাদিই শ্রেষ্ঠ।

কফজ্বরে বুকে কফ গাঢ় হইয়া বসিয়া গেলে ও কোষ্ঠ কাঠিন্য এবং শুষ্ক কাশ দৃষ্ট হইলে—মুস্তাদি।

জ্বরের বেগ বেশী থাকিলে ও জ্বর কিছু পুরাতন এবং দাস্ত সংযুক্ত হইলে—সপ্তচ্ছদাদি।

তরল শ্লেষ্মা যুক্ত অবস্থায়—মরিচাদি (কফজ্বরের যে কোন উপদ্রব দৃষ্ট হইলে এই লক্ষণ মন্ত্রের ন্যায় কাজ করিবে। পিত্তাশ্রিত কফজ্বরে—কটুত্রিকাদি।

কফ রুক্ষ হইলে ও শরীরে চুলকানি থাকিলে—সারিবাদি।

হিক্কা, শ্বাস ও কাশযুক্ত অবস্থায়—তিক্তাদি, বাসাদি।

রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল হইলে ও দেহের অবসাদ দৃষ্ট হইলে ভার্গ্যাদি কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে—পটোলাদি।

বাতপৈত্তিক জ্বর—তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, গাত্রঘূর্ণন, দাহ, নিদ্রা নাশ, মাথা বেদনা, মুখ ও কণ্ঠ শুষ্ক হওয়া, বমন, রোমাঞ্চ (গা কাঁটা

দেওয়া) অরুচি, চক্ষে অন্ধকার দর্শন, গাঁটে গাঁটে বেদনা, ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

এই জ্বরের আমাবস্থায়—বিশ্বাদি।

বাতের উপদ্রব বেশী ও পিত্তের উপদ্রব কম দৃষ্ট হইলে—নিদিগ্ধিকাদি।

কোষ্ঠ কাঠিন্য থাকিলে—ত্রিফলাদি।

পিত্তের ভাগ বেশী ও বাতের ভাগ অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হইলে—পঞ্চভদ্র।

গাত্র দাহের জন্য কিরাতাদি—কাথ, মুস্তাদি।

কোষ্ঠ কাঠিন্য, ভ্রম, মূর্চ্ছা, দাহ, পিপাসা, মুখশোষ, বমন, গাত্র বেদনা প্রভৃতি উপদ্রব—আরগ্বধাদি ও মধুকাদি।

পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে—শ্লেষ্মায় মুখ ভরিয়া থাকা ও তিক্ত বোধ হওয়া, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, মুহুর্মুহুঃ দাহ ও শীত অনুভব হয়।

আমাবস্থায়—পটোলাদি, গুড়ূচ্যাদি।

কফ প্রধান পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে—চাতুর্ভদ্রক।

পিত্ত প্রধান পিত্ত শ্লেষ্ম জ্বরে—পাঠাসপ্তক।

পিপাসা, বমন ভাব, অরুচি, বমি এবং দাহ থাকিলে—অমৃতাষ্টক।

পিপাসা, দাহ, বমি যুক্ত অবস্থায়—পটোলাদি।

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরের সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব শান্তির জন্য—পঞ্চতিক্ত কষায়।

দাহ, পিপাসা, অরুচি, বমি, কাশ, শ্বাস, হৃদয় শূল ও পার্শ্বশূল থাকিলে—কণ্টকার্য্যাদি।

দাহ ও মূর্চ্ছা থাকিলে—ভার্গ্যাদি।

শুষ্ক কাশ অধিক থাকিলে ও তজ্জনিত গাত্র ও বুক বেদনা জন্মিলে—এলাদি।

দাস্ত ও দাহ ও ভ্রম থাকিলে—ভদ্রমুস্তাদি।

অতিরিক্ত দাস্ত হইলে—নাগরাদি।

বাতশ্লেষ্ম জ্বর—শরীর ভিজা কাপড়ে আবৃতবৎ বোধ হওয়া গাঁট বেদনা, নিদ্রাধিক্য, শিরোবেদনা, নাক দিয়া জল পড়া, কাশ, ঘর্ম্ম, সন্তাপ, জ্বরের বেগ মাঝামাঝি ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

আমাবস্থায়—মুস্তাত্রয়, পঞ্চকোল।

অরুচি, দাহ, বমি, মুখশোষ থাকিলে—মুস্তাদি।

শ্বাস, কাশ, অরুচি ও পার্শ্বশূল, থাকিলে ক্ষুদ্রাদি কিন্তু ইহা ত্রিদোষজ্ঞ জ্বরে ভাল কাজ করে।

গাঁট শূল শিরঃশূল, কাশ ও অরুচি থাকিলে—নিম্বাদি।

অতি নিদ্রা, পার্শ্ব বেদনা, কাশ ও শ্বাস থাকিলে—দশমূলী।

দাহ ও শিরো বেদনা থাকিলে—মুস্তকাথ।

কাশ, শ্বাস ও হিক্কা যুক্ত জ্বরে—দার্ব্ব্যাদি।

সন্নিপাত জ্বর—ক্ষণে ক্ষণে দাহ ও শীত, অস্থিসন্ধি ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ ও আবিল, (ঘোলাটে) রক্তবর্ণ, বিস্ফারিত, অথবা কুটিল, কর্ণদ্বয় নানাপ্রকার শব্দ ও বেদনা বিশিষ্ট, কণ্ঠ যেন ধান্যের শোঁয়াদ্বারা আবৃত, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ ভাষণ (অসম্বন্ধ বাক্য কথন) কাশ, শ্বাস, অরুচি, ভ্রম, জিহ্বা অঙ্গারবৎ কৃষ্ণবর্ণ, গো জিহ্বাবৎ খরস্পর্শ, অঙ্গ সকল অত্যন্ত শিথিল, মুখ হইতে কফের সহিত রক্ত বা পিত্তের অল্পোদ্গিরণ, ইতস্ততঃ শিরঃশ্চালন, তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, হৃদয়ে ব্যথা, দীর্ঘকালান্তে মলমূল ও ঘর্ম্মের অল্প পরিমাণে নির্গমন, দোষ পূর্ণত্ব হেতু শরীরের কৃশত্ব, কণ্ঠে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দ, শ্যাম ও কৃষ্ণবর্ণ কঠোর বোলতাদষ্ট স্থানের ন্যায় শোথের ও মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন সমূহের উৎপত্তি, অতি অল্প কথন, মুখ নাসাদি স্রোতঃসমূহের পাক, উদরে ভারবোধ,

রসপূর্ণত্ব হেতু বাতাদি দোষের অতিঅল্প পরিমাণে, বা অতিবিলম্বে পরিপাক ইত্যাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

আমাবস্থায়—কণ্টকার্য্যাদি।

কফাধিক্য অবস্থায়—পঞ্চমূলী, কিরাতাদি পিপুলচূর্ণ সহ।

পিত্তাধিক্য অবস্থায়—পঞ্চমূলী, কিরাতাদি মধুসহ।

বাতশ্লেষ্মাধিক্য অবস্থায়—বৃহৎ পঞ্চমূল।

বাতপিত্তাধিক্য অবস্থায়—স্বল্প পঞ্চমূল।

কাশ, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল, কণ্ঠ ও হৃদয়ে বেদনা থাকিলে দশমূল পাচন ব্যবস্থেয়।

কাশ, শ্বাস থাকিলে—দশাঙ্গ।

দাহ ও কাশ, শ্বাস, হিক্কা থাকিলে—বৃহত্যাদি।

বাত শ্লেষ্মাপ্রধান সন্নিপাত জ্বরে—চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচন।

কাশ, হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস, হিক্কা ও বমি সংযুক্ত বাতশ্লেষ্মপ্রধান সন্নিপাতে—অষ্টাদশাঙ্গ।

কাশ, হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, শ্বাস, তন্দ্রাযুক্ত অবস্থায়—শঠ্যাদি।

তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ, শ্বাস ইত্যাদি উপদ্রবযুক্ত অবস্থায়—ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গ।

পিত্তপ্রধান সন্নিপাতে মন্যাস্তম্ভ (ঘাড় ধরা) উরোবাত এবং হৃদয়, পার্শ্ব ও শিরোবেদনা নাশক—মুস্তকাদ্যগণ।

শূল, কাশ, হিক্কা, শ্বাস, উদরাধ্মান, উরুস্তম্ভ, অন্ত্রবৃদ্ধি, গলরোগ, অরুচি ও সন্ধিবেদনা দৃষ্ট হইলে দ্বাত্রিংশাঙ্গ পাচন।

বায়ু ও শ্লেষ্মার আধিক্য বশতঃ শুষ্ক কাশ ও স্বরভঙ্গাদি দৃষ্ট হইলে—কট্‌ফলাদি ব্যবস্থেয়।

পিত্ত ও শ্লেষ্মার আধিক্যহেতু হৃৎশূল, দাস্ত, পার্শ্বশূল, উদরাধ্মান (পেটফাঁপা) প্রভৃতি উপদ্রবে—বিল্বাদি।

বুকে ও পার্শ্বে বেদনা অথবা সর্বাঙ্গে বেদনা, শুষ্ক কফে গলা জড়াইয়া থাকিলে, তন্দ্রা, কাশ, শ্বাস, হিক্কা, পার্শ্বে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা দৃষ্ট হইলে—দশমূল পাচন।

কাশ, শ্বাস, হিক্কা, স্বরভঙ্গ, অঙ্গমর্দ্দ ও গায়ে অতি বেদনা থাকিলে—কট্‌ফলাদি।

কোষ্ঠবদ্ধতা, গায়ে সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা, গা জ্বালা, পিপাসা, অস্থিরতা থাকিলে পরূষকাদি পাচন।

দাস্ত, গাত্রদাহ, বমি ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে—কিরাতাদি।

দাহ, দাস্ত, গাত্রবেদনা, কাশ, শ্বাস, উদরাধ্মান প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইলে—নাগরাদি।

শীতাঙ্গ সন্নিপাত—রোগীর গাত্র শীতল, কাশ, শ্বাস, হিক্কা, মোহ, কম্প, প্রলাপ, অন্তর্দ্দাহ, বমি, গাত্র বেদনা, স্বরবিকৃত হয়।

তান্দ্রিক সন্নিপাত—জ্বরবেগ খুব বেশী, অত্যন্ত তন্দ্রা, অত্যধিক পিপাসা, অতিশয় কাশ, শ্বাস, গাত্র বেদনা, গলদেশে শোথ ও বেদনা, জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ, শ্রবণশক্তি হ্রাস, নাসিকার অগ্রভাগ শীতল, অতিসার, গাত্রদাহ লক্ষিত হয়।

বাতশ্লেষ্মাপ্রধান অভিন্যাস সন্নিপাতে—করব্যাদি।

বাতপ্রধান অভিন্যাস সন্নিপাতে—মাতুলুঙ্গাদি।

শ্লেষ্মাপ্রধান অভিন্যাস সন্নিপাতে—দশমূলাদি।

বাতপিত্ত বা বাতশ্লেষ্মা প্রধান অভিন্যাস সন্নিপাতে—শৃঙ্গ্যাদি।

বিষম জ্বর

বাতশ্লেষ্মাধিক্যে—শুণ্ঠ্যাদি।

পিত্তশ্লেষ্মাধিক্যে—পটোলাদি।

পিত্তাধিক্যে—মধুকাদি।

শ্লেষ্মাধিক্যে—স্বল্পভার্গ্যাদি।

অন্তর্দ্দাহ, বাহিরে শীত, মন্দাগ্নি, অরুচি, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম কিম্বা শোথযুক্ত অবস্থায়—বৃহৎ ভার্গ্যাদি।

সমস্ত উপদ্রব যুক্ত বহু পুরাতন জীর্ণ বিষম জ্বরে ও ম্যালেরিয়া জ্বরে—দাস্ত্যাদি পাচন ব্যবস্থেয়।

দশ বা বারদিন অবিচ্ছিন্নজ্বরে (সন্ততক জ্বরে) কলিঙ্গাদি একদিন অন্তর জ্বর আসিলে নিম্বাদি দুইদিন অন্তর জ্বর আসিলে ও পূর্ব্বে শীত ও পরে দাহ থাকিলে—চন্দনাদি।

সর্ব্বদা দাহযুক্ত বিষম জ্বরে—মহৌষধাদি।

কোষ্ঠকাঠিন্য যুক্ত ২ দিন অন্তর জ্বর আসিলে—পটোলাদি।

পিত্তপ্রধান অবস্থায় ৩ দিন অন্তর জ্বর হইলে—মুস্তাদি।

কফবাতপ্রধান অবস্থায় ৩ দিন অন্তর জ্বর হইলে—বাসাদি।

পিত্তশ্লেষ্মপ্রধান অবস্থায় ৩ দিন অন্তর জ্বর হইলে—পথ্যাদি।

পূর্ব্বে শীত ও পরে দাহযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে—বিভীতকাদি।

জ্বরাতিসার

(অতিসার দু' রকম—পক্ক ও অপক্ক।)

রোগীর মল জলে ত্যাগ করিলে যদি মল ডুবিয়া যায় এবং দেখিতে

চক্‌চকে দেখায়, টক্ গন্ধ বিশিষ্ট হয়, সফেন মলস্রাব হয়, তবে আমের অপক্ব অবস্থা বুঝিতে হইবে—

জলে মলত্যাগ করিলে সেই মল ভাসিয়া থাকিবে, সাধারণ গন্ধযুক্ত ও চিক্কণ বস্তু বিহীন মল আমের পক্ব অবস্থায় দৃষ্ট হয়।

অপক্ব আমযুক্ত অতিসারে—পাঠাদি।

পক্ব আমযুক্ত অতিসারে—কুটজাদি।

আমের পরিপাক, জঠরাগ্নির দীপ্তি, পেটের বেদনা থাকিলে—ধান্যশুণ্ঠি।

আমের পক্ব অপক্ব সর্ব্বপ্রকার অতিসারে—নাগরাদি।

পেটে শূলযুক্ত অপক্ব আমবিশিষ্ট রক্তাতিসারে—হ্রীবেরাদি।

বমি, অরুচি, পিপাসা ও দাহযুক্ত জ্বরাতিসারে—গুড়ূচ্যাদি।

জ্বরযুক্ত রক্তাতিসারে আমের অপক্ব অবস্থায়—উশীরাদি।

দাহযুক্ত রক্তাতিসারে—বিল্বাদি।

দাহ বিহীন রক্তাতিসারে—ছিন্নাদি।

পক্বাতিসারে রোগীর শরীর খুব দুর্ব্বল হইলে এবং শীঘ্র দাস্ত বন্ধ করার প্রয়োজন হইলে—ঘনজলাদি।

পক্বাতিসারে অগ্নিমান্দ্য থাকিলে—উৎপলষট্‌ক।

শোথযুক্ত অতিসারে—বৎসকাদি।

বমি ও অরুচি বিশিষ্ট অতিসারে—পটোলাদি।

পক্ব আমযুক্ত রক্তাতিসারে—বিল্বপঞ্চক।

দাহ, বমি ও পিপাসাযুক্ত অতিসারে—কলিঙ্গাদি।

বমি, শূল, শ্বাস, দারুণ কাশ, দাহ, গাত্র বেদনা, শিরোবেদনা প্রভৃতি উপসর্গ বিশিষ্ট অতিসারে—পঞ্চমূলাদি, বৃহৎ পঞ্চমূলাদি।

অতিসার রোগে

আমাতিসারে—পথ্যাদি।

পিত্তাতিসারে বা রক্তাতিসারে—ধান্যচতুষ্ক।

বাতাতিসারে, বাতশ্লেষ্মাতিসারে কিম্বা শ্লেষ্মাতিসারে—ধান্যপঞ্চক।

অরুচিযুক্ত অতিসারে—নাগরাদি।

পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে—পাঠাদি।

শ্লেষ্মাতিসারে—বৎসকাদি।

বাতশ্লেষ্মাতিসারে—যমান্যাদি।

পেটে বেদনা, ভার বোধ, ঠেকিয়া ঠেকিয়া দাস্ত হইলেও অগ্নিমান্দ্য যুক্ত আমাতিসারে—কলিঙ্গাদি।

বহু বেগ যুক্ত পক্কাতিসারে—কণ্টকাদি।

কফাধিক্য অতিসারে—পিপ্পল্যাদি

পিত্তাতিসারে—হ্রীবেরাদি।

বাতাধিক্যে—পৃশ্নিপর্ণ্যাদি।

আমযুক্ত বাতাতিসারে—পূতিকাদি।

উদরের স্তব্ধতাযুক্ত বাতাতিসারে—পথ্যাদি।

পক্ক বাতাতিসারে—বচাদি।

পক্ক পিত্তাতিসারে—মধুকাদি।

অপক্ক পিত্তাতিসারে—বিল্বাদি।

দাহযুক্ত অপক্ক পিত্তাতিসারে—কট্‌ফলাদি।

দাহযুক্ত পক্ক পিত্তাতিসারে—পাঠাদি।

শূল ও দাহযুক্ত পক্ক পিত্তাতিসারে—কিরাতাদি।

অপক্ক শ্লেষ্মাতিসারে—পথ্যাদি।

ক্রিমিজনিত পক্ক শ্লেষ্মাতিসারে—ক্রিমিশত্রু্াদি।

পক্ক শ্লেষ্মাতিসারে—বিল্বাদি।

ক্রিমিজনিত অপক্ক শ্লেষ্মাতিসারে—বচাদি।

অপক্ক বাতশ্লেষ্মাতিসারে—কুষ্ঠাদি।

পক্ক বাতশ্লেষ্মাতিসারে—পিপ্পল্যাদি।

ত্রিদোষাশ্রিত অতিসারে—মলের অবস্থা মাংস ধৌত জল সদৃশ অথবা নীল, কৃষ্ণ, কৃষ্ণারুণ বর্ণ বিশিষ্ট, পিপাসা, তন্দ্রা, মুখশোষ, ভ্রমযুক্ত অবস্থায় সঙ্গমাদি (অতিসার রোগীর অন্য পাচনে কাজ না হইলে সঙ্গমাদি নিশ্চয় উপকার করিবে। ইহা আমার বহুবার পরীক্ষিত)।

জ্বর, বমি, শূল, শ্বাস, কাশযুক্ত ত্রিদোষাশ্রিত অতিসারে পঞ্চমূলীবলাদি।

মল রক্ত বা পীতবর্ণ, ফেণ যুক্ত, অপক্ক, রুক্ষ, দুর্গন্ধ, ঠেকিয়া ঠেকিয়া মলস্রাব, মূর্চ্ছা, গুহ্যদ্বারে বেদনা, দাহ, মলদ্বার পকাৎ ইত্যাদি লক্ষণ বিশিষ্ট বাতপিত্তাতিসারে—কলিঙ্গাদি।

মল সাদা বা রক্তাভ, ফেণযুক্ত কিম্বা শ্লেষ্মাযুক্ত, শীত, ঘন, অতিকষ্টে অল্পস্রাব, শরীরে ভার বোধ, রোমাঞ্চ, অরুচি যুক্ত বাতশ্লেষ্মাতিসারে—চিত্রকাদি।

মল হরিদ্রা বা সাদা কিম্বা হরিদ্রাভ, দুর্গন্ধ, শ্লেষ্মাযুক্ত শীতল বা নাড়ী শীতোষ্ণ, তৃষ্ণা, দাহ, রোমাঞ্চ, অরুচি ও মূর্চ্ছা যুক্ত পিত্তশ্লেষ্মাতিসারে—মুস্তকাদি।

রক্তাতিসারে—সমঙ্গাদি।

মন্দাগ্নি, মল গন্ধ যুক্ত বা গন্ধ বিহীন ও রক্তবিকৃতি যুক্ত শোকাতিসারে পৃশ্নিপর্ণ্যাদি।

বমনযুক্ত অতিসারে—বিল্বাদি।

বমন, জ্বর, মূর্চ্ছা, তীব্র পিপাসা যুক্ত অতিসারে বা রক্তাতিসারে—জম্বাদি।

রক্তাতিসারে—কুটজদাড়িম্বাদি।

রক্তামাশয়ে—কুটজাদি।

পিত্তাশ্রিত রক্তাতিসারে—ধান্যাদি।

আমাতিসারে (আমাশয়ে বা রক্তামাশয়ে)—বৎসকাদি।

জ্বরযুক্ত দ্বিবিধ আমাশয়ে—হ্রীবেরাদি।

পক্কাতিসারে—অহিফেণাদি।

অপক্ব আমাশয়ে বা আমাশয়ের প্রথম অবস্থায়—বিল্বাদি যোগ।

পক্ব আমাশয়ে—পয়সাদি যোগ।

উভয়বিধ আমাশয়ে আমের অপক্কাবস্থায়—খড়যোগ।

শ্লেষ্মাশ্রিত আমাশয়ে—শুষ্কবিল্বাদি যোগ দিতে হয়।

গ্রহণী রোগ।

অনেকদিন (শাস্ত্রমতে ১৫ দিনের বেশী) হইতে অতিসার হইয়া থাকিলে তাহাকে গ্রহণী রোগ বলে।

আমাবস্থায়—শুণ্ঠ্যাদি।

আমাবস্থায় অগ্নিদীপ্তির জন্য—ধান্যকাদি।

আম পরিপাকের জন্য—নাগরাদি।

বাতজ গ্রহণী রোগে—শালিপর্ণ্যাদি।

পেটে শূলযুক্ত পিত্তজ গ্রহণী রোগে—তিক্তাদি।

বাতপিত্তজ গ্রহণী রোগে— চতুর্ভদ্রাদি।

আম, শূল অথবা কফাশ্রিত গ্রহণীরোগে মল সংগ্রহের জন্য— কলিঙ্গাদি।

শূলযুক্ত শ্লেষ্মজ গ্রহণীরোগে—অভয়াদি।

গ্রহণীরোগ নাশের পর দোষ শান্তির জন্য— মরিচাদি।

অর্শোরোগে।

অর্শোরোগ এককালে ভাল হওয়া কঠিন। নিম্নলিখিত পাচনে যাপ্য থাকিবে।

আমযুক্ত রক্তার্শে—চন্দনাদি।

কফজ অর্শে—শৃঙ্গবেরের কাথ।

অজীর্ণ রোগে।

আমাজীর্ণে পেটে শূল ও মূত্ররোধ নাশের জন্য ধান্যনাগর যোগ।

কফজ অগ্নিমান্দ্যে—নাগরাদি।

মলবদ্ধ অজীর্ণে—হরীতক্যাদি।

বাতজ মূত্ররোধ অজীর্ণে—যবশূকাদি।

জিহ্বা ও কোষ্ঠরোধ, অরুচি যুক্ত কফজ অজীর্ণে আদ্রক লবণ যোগ।

মলবদ্ধতা ও অর্শ যুক্ত অজীর্ণে—গুড়াদি যোগ।

বিদগ্ধ পিত্তজ, অজীর্ণে—দ্রাক্ষাদি।

ক্রিমিরোগে।

ক্রিমি বাহির করিবার জন্য—খর্জ্জুর কাথ।

ক্রিমিজ অতিসারে—দাড়িম্ব কাথ।

ক্রিমি ঊর্দ্ধগামী হইলে বা আমাবস্থায়—মুস্তাদি।

ক্রিমি নাশের জন্য পলাশাদি, পারসীয়াদি যোগ, পারিভদ্রাদি যোগ, অপক্ক ক্রমুকাদি যোগ।

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্রিমিকে একত্রিত করিয়া বাহির করিবার জন্য ঘণ্টাকর্ণাদি যোগ।

পাণ্ডুরোগে

বাতজ পাণ্ডুরোগে—ত্রৈফলম্।

পিত্তশ্লেষ্ম পাণ্ডুরোগে—ফলত্রিকম্।

কফজ পাণ্ডুরোগে—বাসাদি।

কাশ, উদররোগ বিশিষ্ট (জলাদি দ্বারা পেট বড় হওয়া) শ্বাস, পেটে বা গাত্রে শূল, সর্ব্বাঙ্গে শোথ থাকিলে পুনর্ণবাদি।

আমজ ও পিত্তজ পাণ্ডুরোগে—খদিরাদি।

কামলারোগে

পিত্তজ কামলারোগে—গুড়ূচ্যাদি।

ক্রিমিজ কামলারোগে—নিশাচূর্ণাদি যোগ।

ক্রিমিপ্রধান পিত্তজ কামলারোগে—ত্রিফলাদিযোগ।

পুরাতন কামলায়—কুমারিকা নস্য।

বাতশ্লেষ্মজ পুরাতন কামলায়—ধাত্র্যাদি যোগ।

রক্তপিত্তরোগে

পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত কাশযুক্ত রক্তপিত্তে—বাসক ক্বাথ।

কফাশ্রিত রক্তপিত্তে—বাসকাদি ক্বাথ।

জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহযুক্ত রক্তপিত্তে—হ্রীবেরাদি।

কাশ ও শ্বাসযুক্ত রক্তপিত্তে—অটরূষকাদি।

উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে—ধান্যকাদি।

অধোগ রক্তপিত্তে (লিঙ্গস্রাবে) ফল্গুফলযোগ, তৃণ পঞ্চমূল কাথ।

উর্দ্ধগ রক্তপিত্তে (গলস্রাবে) পক্কোডুম্বরাদি যোগ ও শতাবরী যোগ।

নাসাস্রাবে—দ্রাক্ষাশর্করাদি, দাড়িমাদি।

কর্ণস্রাবে—তৃণপঞ্চমূল কাথ।

উর্দ্ধাধ রক্তপিত্তে—মৃদ্বীকাদি যোগ।

যক্ষ্মারোগে

ধাতুক্ষয়জ যক্ষ্মায়—অশ্বগন্ধাদি।

পিত্তশ্লেষ্মাশ্রিত যক্ষ্মায়—ধান্যকাদি।

বাতাশ্রিত যক্ষ্মায়—দশমূলাদি।

মস্তকে পার্শ্বে ও স্কন্ধদেশে বেদনাযুক্ত বাতশ্লেষ্মাশ্রিত যক্ষ্মায়—শতপুষ্পাদি।

রক্তবমন জনিত ক্ষয়রোগে—অলসক যোগ।

ক্ষয়রোগীর রক্তবমন বন্ধের জন্য যষ্ঠ্যাহ্বাদি যোগ।

উরঃক্ষতরোগে

ধাতুক্ষয় জনিত উরঃক্ষতরোগে—বলাদি যোগ।

কাশরোগে

হৃদয়, কপালের উভয় পার্শ্ব, উদর ও মস্তকে বেদনা, বল, স্বর, ওজ এবং ধাতুক্ষয়, মুখম্লান, স্বরভঙ্গ ও শুষ্ক কাশ ইত্যাদি বাতজ কাশের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে পঞ্চমূলী কাথ।

বক্ষঃস্থলে অত্যন্ত দাহ, জ্বর, মুখশোষ, মুখতিক্ত, তৃষ্ণা, কটুরস যুক্ত বমন, গাত্রদাহ ও শরীর পাণ্ডুবর্ণ ইত্যাদি পিত্তজ কাশের লক্ষণ দৃষ্ট হইলে বলাদি।

পিত্তজ কাশে দাহ অধিক থাকিলে—কণ্টকার্য্যাদি।

শ্বাসযুক্ত পিত্তজ কাশে—বাসাদি।

বুকে বেদনা, মাথাধরা, শরীর ভারবোধ, সর্ব্বদা গলা ও মুখ কফাবৃত থাকা, অরুচি, গয়ের উঠা বা অল্প পরিমাণে উঠা ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত বাতশ্লৈষ্মিক কাশে কট্‌ফলাদি।

শরীর ভার, মাথাধরা, সর্ব্বদা কফে মুখ আবৃত থাকা, অরুচি, ঘন কফ নিঃসৃত হওয়া, কাশিতে কাশিতে বমন হওয়া, গলা চুলকান ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত কফজ কাশে পিপ্পল্যাদি কষায়।

শ্বাস ও জ্বরযুক্ত কাশে—পঞ্চকোল।

বুকের ধড়্‌ফড়্‌ যুক্ত কফজ কাশে পৌষ্করাদি।

হিক্কাশ্বাসরোগে

যমলাহিক্কা—মস্তক ও গলা কাঁপাইয়া বিলম্বে অথচ এক-কালে দুইটী হিক্কা নির্গত হওয়া।

ক্ষুদ্রিকাহিক্কা—কণ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও সন্ধিস্থান হইতে বিলম্বে একটী হিক্কা প্রবর্ত্তিত হয়।

পার্শ্বশূল, হৃদ্রোগ, কাশ, শ্বাস ও হিক্কাযুক্ত কফবাতজ ব্যাধিতে—রাস্নাদি।

কাশ, শ্বাসযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মজ রোগে—পর্ণাসপঞ্চক আশু ফলদায়ক।

পিত্তজ হিক্কা, শ্বাস কাশে—দশমূলী কাথ।

হিক্কা ও বাতশ্লৈষ্মিক শ্বাস কাশে—নাগরাদি কাথ।

প্রবল তমকশ্বাসে—অমৃতাদি।

কফজ হিক্কা ও অন্নজা হিকায় এবং শ্বাসরোগে—কুলখাদি

স্বরভেদরোগে

বাতশ্লেষ্মাশ্রিত বা কফজ স্বরভঙ্গে—চব্যাদি পাচন।

ছর্দ্দিরোগে অর্থাৎ বমনে

পিত্তজ বমনে—গুড়ূচ্যাদি।

বাতজ বমনে—জম্বাদি।

অতিসারযুক্ত পিত্তজ বমনে—আম্রাস্থ্যাদি।

তৃষ্ণারোগে

বাতপিত্তজ তৃষ্ণারোগে—কাশ্মর্য্যাদি।

পিত্তজ তৃষ্ণারোগে—ধান্তক ক্বাথ।

কফজ তৃষ্ণারোগে—বিল্বাদি।

মূর্চ্ছারোগে

পিত্তশ্লেষ্মজ মূর্চ্ছারোগে—মহৌষধাদি।

বাতপিত্তজ মূর্চ্ছারোগে—দুরালভাদি।

বাতশ্লেষ্মজ মূর্চ্ছারোগে—দ্রাক্ষাদি।

দাহরোগে

বাতপিত্তজ দাহরোগে—বিভীতকাদি।

পিত্তজ দাহরোগে—চন্দনাদি।

পিত্তশ্লেষ্মজ দাহরোগে—ডুউম্বর ক্বাথ।

বাতব্যাধিরোগে

পিত্তাশ্রিত বাতব্যাধির আমাবস্থায়—ভূতীকাদি।

শ্লেষ্মাশ্রিত বাতব্যাধির আমাবস্থায়—পুনর্ণবাদি।

শ্লেষ্মাশ্রিত সার্ব্বাঙ্গিক বাতব্যাধিতে গোক্ষুরাদি।

অর্দ্দিত বাতব্যাধিতে—মুখের অর্দ্ধভাগ বাঁকিয়া থাকে।

পক্ষাঘাত বাতব্যাধিতে—পক্ষাঘাত রোগে কাহারও দেহের উর্দ্ধগত অর্দ্ধভাগ, কাহারও দেহের নিম্নগত অর্দ্ধভাগ, কাহারও বা মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ শরীরের অর্দ্ধভাগ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

বিশ্বচী বাতব্যাধিতে—বাহু অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ আকুঞ্চন প্রসারণ ক্রিয়া রহিত হয়। এই তিন অবস্থায় বলাদি।

পক্ষাঘাতের নূতন অবস্থায়—মাষাদি।

পিত্তাশ্রিত বাতব্যাধি কিম্বা জঙ্ঘা, উরু, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বভাগ শূলদ্বারা প্রপীড়িত হইলে বা বেদনা ও অঙ্গমর্দ্দ থাকিলে রাস্নাদি।

গৃধ্রসী বাতব্যাধিতে—প্রথমে পাছা ও ক্রমে ক্রমে কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জানু জঙ্ঘা ও পাদদেশ স্তব্ধতা, বেদনা, সূচীভেদবৎ ও কম্প হয়। এই অবস্থায় শেফালিকা কাথ।

গৃধ্রসী, খঞ্জ ও পঙ্গুরোগে— দশমূলবলাদি।

অধিক শুক্রক্ষয় বা রসরক্তাদিক্ষ কিম্বা উপবাসাদি দ্বারা স্নায়ুঃ প্রভৃতি রুক্ষ হইয়া শরীরের স্নেহ অর্থাৎ তৈলাক্ত অংশ ক্ষয়িত হইলে মন্যা অর্থাৎ গ্রীবার উভয় পার্শ্বস্থ রসরক্তবাহী শিরাদ্বয় শুষ্ক হইয়া যায়, সেইজন্য ঘাড় ঘুরাইতে ফিরাইতে পারে না। তাহাকে মন্যাস্তম্ভ বলে।

অতি প্রবৃদ্ধ বায়ু শ্লেষ্মাকে আশ্রয় করিয়া কর্ণমূলে বেদনা উৎপন্ন করিলে কিম্বা পিত্তকে আশ্রয় করিয়া কর্ণে নানাবিধ শব্দ বোধ হইলে

তাহাকে কর্ণস্তম্ভ ও কর্ণনাদ বাতব্যাধি বলে। এই উভয় প্রকার ও মন্যাস্তম্ভ প্রভৃতি উর্দ্ধস্থানগত বাতব্যাধিতে মাষবলাদি।

রসের আধিক্যহেতু অথবা শ্লেষ্মার শুষ্কতা হেতু শরীরের উর্দ্ধগত স্থানে বাতব্যাধি পরিলক্ষিত হইলে পঞ্চমূলী বা দশমূলী ব্যবস্থেয়।

উভয় বাহু বা হস্তগত কিম্বা উভয় পার্শ্বগত কফবাতজ বাতব্যাধিতে, বিশ্বচী নামক বাতব্যাধিতে ও স্কন্ধদেশস্থ কুপিত বায়ু স্কন্ধের বন্ধনরূপ শ্লেষ্মাবাহিনী ঝিল্লিকে শুষ্ক করিয়া বাহুমূলে শোষ উৎপাদন করে এবং সেই স্থানের শিরাসমূহ আকুঞ্চিত হইলে অববাহুক বাতব্যাধি নামে অভিহিত হয়, এই সমুদয় অবস্থায় দশমূল্যাদি সদ্যঃফলপ্রদ।

গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ বাত ব্যাধিতে—ত্রিফলা কাথ।

গৃধ্রসী হেতু বস্তি ও কুঁচকী দেশস্থিত বাত (আপান বায়ুর ক্রিয়া) কর্তৃক স্বস্থান ভ্রষ্ট কুপিত পিত্ত বস্তি ও কুঁচকী স্থানস্থিত কফকে শুষ্ক করিয়া শূল উৎপন্ন করে। ঐ শূল দীর্ঘকাল-ব্যাপী হইলে এরণ্ডমূলাদি। ইহা এই রোগের নূতন পুরাতন সর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

অপতানক বাত ব্যাধিতে—দৃষ্টিশক্তি নাশ, সংজ্ঞা লোপ, কণ্ঠদেশে অব্যক্ত শব্দ হয়।

দণ্ডাপতানক বাতব্যাধিতে—দেহ দণ্ডের ন্যায় স্তব্ধ অর্থাৎ দেহ আকুঞ্চণাদি ক্রিয়া রহিত হয়। এই দুই অবস্থায় ও কফ বাতজ বাত ব্যাধিতে স্বল্প রাস্নাদি।

পিত্তাশ্রিত বাতব্যাধিতে (অর্থাৎ ঝিনৃ-ঝিনে বাতব্যাধিতে) দশমূলী।

রসাদি ক্ষয়জ বাত ব্যাধিতে—বাজিগন্ধাদি।

গৃধ্রসী অতি পুরাতন হইলে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে এবং সর্ব্বপ্রকার কফ বাতজ বাত ব্যাধিতে—সিংহাস্যাদি পাচন ব্যবস্থেয়।

বাতরক্ত।

বাতরক্ত—দূষিত বায়ু ও রক্ত দেহের বিবর্ণতা, গায়ে চাকা দাগ, স্পর্শশক্তির হ্রাস, অঙ্গুলি ও সন্ধি সকলের সঙ্কোচ এবং রক্তবর্ণশোথ আনয়ন করে। এই রোগ প্রথমতঃ পাদমূল হইতে আরম্ভ হয়। কচিৎ হাতেও দেখা যায়। বিরুদ্ধপান, আহার কিম্বা একবার ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতে পুনরায় আহার করিলে ইত্যাদি কারণে শরীরের বায়ু পিত্ত কুপিত হইয়া শ্লেষ্মাকে শুষ্ক করে এবং সেই হেতু রক্ত দূষিত হয়। ঐ রক্ত শরীরস্থ দূষিত বায়ুর সহিত একত্র হইয়া এই সুদারুণ বাতরক্ত রোগ আনয়ন করে।

বাতরক্ত রোগের প্রথম অবস্থাতে দোষের পরিপাক নিমিত্ত—পটোল্যাদি।

রসের পরিপাক কুষ্ঠ ও আমবাত প্রশমক—অমৃত্যাদি।

সর্ব্বাঙ্গ গত বাতরক্তে—বালাদি।

দাহ যুক্ত বাতরক্তে—পটোল্যাদি।

পিত্তাশ্রিত বাতরক্তে—ধাত্র্যাদি।

কোষ্ঠকাঠিন্য যুক্ত বাতরক্তে—ত্রিবৃতাদি।

ক্ষয়জ বাতরক্তে—যোগদ্বয়।

সর্ব্ববিধ বাতরক্তে—গুড়ূচী কাথ।

জানু হইতে ঊর্দ্ধভাগ গত স্ফুটিত বাতরক্তে—গন্ধর্ব্বহস্তাদি।

ঊরুস্তম্ভ রোগে।

ঊরুস্তম্ভ—কুপিত বায়ু দূষিত মেদও শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইয়া আম রসযুক্ত অতি সঞ্চিত পিত্তকে দূষিত করিয়া ঊরুকে আশ্রয়

করিলে স্তিমিত (গতিশক্তি রহিত) করে এবং শ্লেষ্মা দ্বারা অস্থির আভ্যন্তরিস্থ স্রোত সমূহকে পূর্ণ করিয়া উহাকে স্তব্ধ, শীতল, নিষ্ক্রিয়, অত্যন্ত ভার এবং বেদনা যুক্ত করে ও উরুর সমস্ত ক্রিয়া রহিত হয় বলিয়া তাহাকে উরুস্তম্ভ কহে। অনেক সময় তাহা আপন অঙ্গ নহে, এতাদৃশ ধারণা হয়।

কোষ্ঠকাঠিন্য যুক্ত উরুস্তম্ভে—ভল্লাতকাদি।

শ্লেষ্মাশ্রিত উরুস্তম্ভে—পিপ্পল্যাদি।

বাতাশ্রিত উরুস্তম্ভে, আমবাতে, কফবিকারে, বাতিকশূল রোগে, এবং দণ্ডক নাশক বাত ব্যাধিতে—রাস্নাদি।

কফবাতজ উরুস্তম্ভের সহিত প্লীহা যকৃতের দোষ এবং শুক্রক্ষীণতা হইলে—ত্রিফলাদি।

আমবাত রোগে।

আমবাত—আম অর্থাৎ অপক্ক আহার্য্য রস বায়ু কর্ত্তৃক আমাশয় ও সন্ধ্যাদি কফ স্থানে নীত হইয়া হস্ত, পদ, মস্তক, গুল্‌ফ (পায়ের গাঁট) ত্রিক (বস্তি অর্থাৎ কটীর নিম্নভাগ) জানু (পায়ের গাঁটের নিম্নভাগ) ও সন্ধি স্থানে বেদনা যুক্ত শোথ উৎপাদন করে এবং তত্তৎ স্থানে বৃশ্চিক দংশনবৎ অত্যন্ত যাতনা আনয়ন করে। তাহারই নাম আমবাত। অথবা অনেক সময় উপদংশ (গর্ম্মী) ও অশোধিত পারা সেবন দ্বারা আমবাত উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। ইহাকে প্রচলিত কথায় গাঁটবাত বা রসবাত বলে।

ইহার নূতন অবস্থায় পিত্তের ক্রিয়া দৃষ্ট হইলে রস পরিপাক ও দোষ সংশোধনের জন্য—শঠ্যাদি।

দূষিত রস কমাইবার জন্য কিম্বা রস পরিপাকের জন্য—পুনর্ণবা ক্বাথ।

রস সংশোধিত অবস্থাতে ও কোষ্ঠ কাঠিন্য লক্ষিত হইলে—রাস্না দশমূল।

অস্থি, সন্ধি ও মজ্জাগত আমবাতে—রাস্নাপঞ্চক।

কোষ্ঠকাঠিন্য যুক্ত পিত্তাশ্রিত আমবাতে রাস্নাসপ্তক।

জঙ্ঘা, উরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠদেশে শূলযুক্ত আমবাতে রাস্নাসপ্তক।

কফ প্রধান রোগীর আমবাতে—রসোনাদি।

কোমর, তলপেট ও কিট্‌নীতে শূলযুক্ত আমবাতে—ভেদক যোগদ্বয়।

দোষ পরিপাকে ও কটীশূল নাশক—শুণ্ঠ্যাদি।

রসসংহরণার্থ এরণ্ডাদি, শত পুষ্পাদি।

কফ প্রধান ব্যক্তির প্লীহা দোষযুক্ত কিম্বা কাশ যুক্ত আমবাতে—পিপ্পল্যাদি।

রসাদি সর্ব্বধাতু গত আমবাতে, পারদ দোষ গত, উপদংশোৎপন্ন আমবাতে, বাত ব্যাধিতে, উরুস্তম্ভ, বাতজ অর্শঃ; বাতজ গুল্ম, বাত প্রধান হৃদ্রোগ এবং বাত প্রধান সর্ব্বরোগে—মহারাস্নাদি।

শূলরোগে

বাতজ শূলে—প্রস্রাব সম্বন্ধীয় দোষ থাকিলে—বলাদি।

বাতজ শূল ও বাতজ গুল্মে যবক্বাথ।

পেট ফাঁপা যুক্ত বাতজ শূলে—বিশ্বাদি।

কাফজ সর্ব্বপ্রকার শূলরোগে—এরণ্ডমূলক্বাথ।

বায়ু প্রধান শুষ্ক কাশ যুক্ত ও শ্বাস যুক্ত শূলরোগে—দশমূল কাথ।

সর্ব্ববিধ অস্থিশূলে—এরণ্ড সপ্তক।

এই রোগের পরিণতাবস্থায়—এরণ্ড দ্বাদশক।

প্লীহা যকৃৎ যুক্ত শূলে—মাতুলুঙ্গ কাথ।

গুল্মরোগ।

গুল্মরোগ—ঊর্দ্ধে হৃদয় এবং অধোদিকে বস্তি, ইহার মধ্যে যে কোন স্থানে চলনশীল বা অচল কদাচিৎ বা অপুষ্ট যে গোলাকার গ্রন্থি জন্মে, তাহাকে গুল্ম বলে। ঋতু শোণিত জনিত গুল্ম কেবল স্ত্রীলোকেরই হইয়া থাকে।

জ্বর যুক্ত বাতজ গুল্মরোগে—বচাদি।

কফজ গুল্মে—পঞ্চমূল্যাদি।

বাতজ গুল্মে কিম্বা কেবল পিত্তজ গুল্মে এবং আনাহ (পেট ফাঁপা) উদর (কোষ্ঠকাঠিন্য জনিত বা মূত্ররোধ অথবা অধিক জলীয় দ্রব্য সেবন দ্বারা উদরের স্ফীতি) শূল, অর্শঃ, শ্বাস ও কাশ যুক্ত গুল্মরোগে বচাদি চূর্ণ। ইহাদ্বারা সন্নিপাতজ গুল্ম রোগেরও শান্তি হয়।

রক্তজ গুল্মে এবং বাধক রোগ জনিত জরায়ুর শক্তিহ্রাস হইলে—তিল ক্বাথ।

রক্তজ গুল্মে—শড়াহ্বাদি যুক্ত তিল ক্বাথ।

কফজ গুল্মে—যগান্যাদি।

হৃদ্রোগ।

হৃদ্রোগ—কুপিত বাতাদি দোষ ত্রয় হৃদয়ে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ রসকে দূষিত করতঃ নানারূপ বেদনা উপস্থিত করে, তাহাকে হৃদ্রোগ কহে।

বাতিক ও বাতশ্লৈষ্মিক হৃদ্রোগে—নাগর ক্বাথ।

শ্বাস, কাশযুক্ত হৃদ্রোগে, গুল্ম বা শূলরোগ যুক্ত হৃদ্রোগে অথবা বাতপিত্তজ হৃদ্রোগে—দশমূলী অমৃতোপম, ইহাতে নিঃসন্দেহ।

দ্বিদোষজ কিম্বা ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে—যবক্কাথ।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ—বাতাদি পৃথক পৃথক দোষ অথবা মিলিত ত্রিদোষ স্বস্ব প্রকোপন হেতু দ্বারা কুপিত হইয়া বস্তিদেশে উপস্থিত হয় এবং মূত্র মার্গকে প্রপীড়িত করতঃ অতিকষ্টে মূত্র নির্গমন করিয়া থাকে। তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ কহে।

বাতজ সশূল মূত্রকৃচ্ছ্রে—অমৃতাদি।

পিত্তজ বা বাত পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে—শতাবর্য্যাদি।

দাহ, বেদনা ও মূত্র বিবদ্ধতা যুক্ত, বাত পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে—হরীতক্যাদি।

শ্লেষ্মজ মূত্রকৃচ্ছ্রে—বৃহত্যাদি।

ত্রিদোষজ মূত্রকৃচ্ছ্রে—সপ্তচ্ছদাদি।

আসন্ন মৃত্যু মূত্রকৃচ্ছ্র রোগী অথবা অশ্মরী রোগীর (লক্ষণ পরে বলা হইবে) পক্ষে ত্রিকণ্টকাদি পাচন আশু ফলদায়ক।

অত্যধিক শুক্রক্ষয় জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে—অতিবলাদি ক্কাথ।

সন্নিপাতজ মূত্রকৃচ্ছ্রে—যবাদি।

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্রে শ্বদংষ্ট্রাদি।

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে গোক্ষুর ক্কাথ।

শুক্রক্ষয়জ মূত্রকৃচ্ছ্রে ধাত্র্যাদি।

বাতপিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রে বৃঃধাত্র্যাদি।

পিত্তজ, বাতপিত্তজ ও শুক্রক্ষয় জনিত মূত্রকৃচ্ছ্রে ত্রিফলাদি ক্কাথ

এই সঙ্গে রক্তপিত্তের দোষ থাকিলে এই পাচন নিঃসন্দেহে কাজ করিবে।

মূত্রাঘাত রোগ

মূত্রাঘাত রোগ—মূত্রাদির বেগ ধারণ ও রুক্ষ ভোজনাদি দ্বারা বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া বাতকুণ্ডলিকা প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার মূত্রাঘাত রোগ উৎপাদন করে। মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত রোগে ভেদ এই—মূত্রকৃচ্ছ্রে মূত্র নির্গমনকালে যাতনা অধিক হয়। কিন্তু বিবদ্ধতা কম। মূত্রাঘাতে বিবদ্ধতা অধিক যন্ত্রণা কম।

পিত্তজ মূত্রাঘাতে—নলাদি পাচন।

বাতজ মূত্রাঘাতে—গোধাবতী কাথ।

শুক্রক্ষয়জ কিম্বা শুক্র ও মলমূত্রাদির বেগরোধজ অথবা কফজ মূত্রাঘাতে—গোক্ষুর কাথ।

কফজ বা কফবাতজ মূত্রাঘাতে—ত্রিফলাদি।

অশ্মরীরোগ

অশ্মরীরোগ—মূত্রে ছাগগন্ধ, বস্তি স্থান স্ফীত, নাভি ও লিঙ্গদেশে বেদনা, বেগ দিয়া মূত্রত্যাগকালে বেদনা, পাথর (শুক্ররোধ রোধ হেতু সঞ্চিত শুক্র প্রস্তরবৎ হইয়া যায়) চলাচলে মূত্রনালী ক্ষত হয় বলিয়া রক্তমিশ্রিত মূত্র নির্গম হয় এবং পাথর সরিয়া গেলে সহজে মূত্রত্যাগ হইয়া থাকে।

বাতজ অশ্মরীরোগে—বরুণাদি, যোগদ্বয়।

বাতপিত্তাশ্রিত নূতন অশ্মরীরোগে—নাগরাদি।

বাত কফজ ও মলমূত্রাদির বেগধারণ জনিত অশ্মরীরোগে—শ্বদংষ্ট্রাদি।

কফ বাতজ পুরাতন অশ্মরীরোগে—শুঠ্যাদি।

ত্রিদোষজ অশ্মরীরোগে—বীরতর্ব্বাদিগণ।

অশ্মরী বাহির করিবার জন্য—বরুণাদি কাথ প্রশস্ত।

সর্ব্বপ্রকার অশ্মরীরোগে—পাষাণভেত্মাদি কাথ।

প্রমেহরোগে

বাতজ মেহ ৪ প্রকার

বসামেহ—চর্ব্বির ন্যায় প্রস্রাব হয়।

মজ্জামেহ—মজ্জামিশ্রিত প্রস্রাব হয়।

ক্ষৌদ্রমেহ—মূত্র কষায় মধুর রসবিশিষ্ট, রুক্ষ, প্রস্রাব করিবার পর ঐ স্থানে পিপীলিকা উপস্থিত হয়।

হস্তীমেহ—প্রস্রাব বারে ও পরিমাণে অধিক হয়।

(বাতজমেহ প্রায়ই দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি)

এই ৪ প্রকার মেহেই—ফলত্রিকাদি।

কফজমেহ ১০ প্রকার—

উদকমেহ—প্রস্রাব জলের ন্যায় বর্ণ ও আস্বাদ বিহীন, বারে ও পরিমাণে অধিক হয় এবং বারংবার প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয়।

ইক্ষুমেহ—প্রস্রাব ইক্ষুরস সদৃশ মধুরাস্বাদ বিশিষ্ট।

সান্দ্রমেহ—প্রস্রাব বাসী হইলে ঘনীভূত হয়।

সুরামেহ—সুরা (মদ্য) সদৃশ উপরিভাগ স্বচ্ছ ও নিম্নভাগ ঘন হয়।

পিষ্টমেহ—প্রস্রাব পিটুলী গোলা জলের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও মূত্রকালে রোগী রোমাঞ্চ হয়।

শুক্রমেহ—প্রস্রাবের সহিত শুক্র নির্গত হয়।

সিকতামেহ—প্রস্রাবের নীচে বালুকা সদৃশ দানাদার এক-প্রকার বস্তু জমিয়া থাকে।

শীতমেহ—মূত্র মধুরাস্বাদ ও পরিমাণে অধিক হয়।

শনৈর্ম্মেহ—প্রস্রাব বার বার হয়, কিন্তু পরিমাণে অধিক হয় না।

লালামেহ—প্রস্রাব লালাবৎ লসিকা নামক বস্তু মিশ্রিত ও পিচ্ছিল হয়।

এই ১০ প্রকার কফজ মেহে—পরিজাতাদি।

হরীতক্যাদি ১০ প্রকার যোগের মধ্যে যথাক্রমে কফজ এই দশ প্রকার মেহে উপকার হইয়া থাকে। যথা ইক্ষুমেহে পাঠাদি, সান্দ্রমেহে হরিদ্রাদি ইত্যাদি।

শুক্রমেহে—দুর্ব্বাদি।

সিকতা মেহে—ত্রিফলাদি।

কফ পিত্তজ মেহে—দার্ব্ব্যাদি।

পিত্তজ মেহ ৬ প্রকার।

ক্ষার মেহ—প্রস্রাব ক্ষার জল সদৃশ, গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ ও স্পর্শ বিশিষ্ট।

নীলমেহ—প্রস্রাব নীল বর্ণ।

কাল মেহ—প্রস্রাব কাল রংয়ের।

হরিদ্রা মেহ—প্রস্রাব হরিদ্রা বর্ণের, কটুর রস ও প্রস্রাব কালে জ্বালা বোধ হয়।

মঞ্জিষ্ঠা মেহ—প্রস্রাব লাল বর্ণ ও অশ্ববৎ গন্ধ বিশিষ্ট।

রক্ত মেহ—প্রস্রাব লাল বর্ণ, আম গন্ধ যুক্ত, উষ্ণ, লবণাস্বাদ বিশিষ্ট হয়। এই রোগীকে ক্বাথ পঞ্চকের যে কোন একটী ব্যবহার করান যাইতে পারে।

এই ৬ প্রকার মেহে দশমূল কাথ ব্যবহার্য্য।

পিত্তজ মেহে—যোগ চতুষ্টয়।

বসামেহে—কদরাদি।

হস্তী মেহে—পাঠাদি।

শ্লৈষ্মিক মেহে—কাথদ্বয়।

সোমরোগে।

সোমরোগ—প্রস্রাব নির্ম্মল, শ্বেত বর্ণ, গন্ধবিহীন বিশেষতঃ প্রস্রাব অধিক হওয়ার দরুণ শরীর দুর্ব্বল, সর্ব্বাঙ্গ শিথিল, নানাবিধ ক্ষয়রোগ দৃষ্ট হয়। ইহাকে মূত্রাতিসার বা বহুমূত্র রোগ বলে।

ত্রিফলাদি যোগ বহুমূত্র রোগীর পক্ষে শুভকারক।

প্রমেহ পিড়কা রোগ।

পিড়কা—প্রমেহ রোগ অধিক দিন অচিকিৎসিত থাকিলে দুরারোগ্য প্রমেহ পিড়কা উৎপন্ন হয় এবং তাহাও অধিক দিনের হইলে উপদংশ বা কুষ্ঠে পরিণত হইয়া থাকে।

এই দশ প্রকার পিড়কা রোগীর রক্ত পরিষ্কার করিতে অনন্তাদি পাচন উপকারী।

পুরাতন পিড়কায় শরীর ক্ষয়িত হইতে আরম্ভ হইলে মুদ্গপণ্যাদি ভাল কাজ করে।

মেদোরোগ।

মেদোরোগ—মেদো ধাতুর বৃদ্ধি বশতঃ মানুষ স্থূলাকার ও সর্ব্বকার্য্যে অকর্ম্মণ্য হয়। নিদ্রাধিক্য, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ক্ষুদ্র শ্বাস, মোহ, স্বপ্ন,

ক্ষুধানাশ, দুর্ব্বল, মৈথুন শক্তিহীন, শরীর হইতে গন্ধ, উদর ও পশ্চাদ্ভাগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মেদো রোগীর আহার অতি অল্প পরিমাণেই হইয়া থাকে।

পিত্তজ মেদোরোগে—ত্রিফলাদি কাথ।

উদর রোগ।

বাতোদর উদরের শিরা সকল সূক্ষ্ম, কৃষ্ণবর্ণ, হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষি (তলপেটে) শোথ, পার্শ্ব, উদর, কটী, পৃষ্ঠ ও গাঁটে বেদনা, শুষ্ক কাশ, অঙ্গ মর্দ্দ, কঠিন মল, ত্বগাদি শ্যাব বা অরুণ বর্ণ, দেহের অধোভাগ ভারি, উদর মুষিকের উদরবৎ স্ফীত, হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়।

কফজ—কাশ, শ্বাস, বমন, নিদ্রা, শোথ, সর্ব্বাঙ্গ ভার, উদর কঠিন ও ভারি, ত্বক্, চিক্কণ, নেত্র, মল, মুত্র শ্বেত বর্ণ, স্পর্শে শীতল, দীর্ঘকালে বৃদ্ধি হয়।

প্লীহোদর—মৃদুজ্বর, বলক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, দেহ পাণ্ডুবর্ণ, রক্তাল্পতা, ক্রমশঃ প্লীহা বৃদ্ধি হয়।

সন্নিপাতজ—শরীর কৃশ, পাণ্ডু বর্ণ, অতি পিপাসা, মুর্চ্ছা, শীত, প্রখর সমীরণ, ঝড়-বৃষ্টি ও মেঘোদয়ে অত্যন্ত দাহ এবং যন্ত্রণা হয়।

বদ্ধ গুদোদর—মল শুষ্ক হইয়া যায়, হৃদয় ও নাভির মধ্যবর্ত্তী স্থান বৃদ্ধি হয়।

জলোদর—মুষিকের উদরবৎ জলপূর্ণ, বৃহৎ উদর নাভিস্থলে বেদনা, কম্প হয়।

বাতজ—শতমূলী কাথ।

পিত্তজ—পুনর্ণবাদি।

কফজ—হরীতক্যাদি।

প্লীহোদর—শিগ্রু ক্বাথ।

সান্নিপাতজ দশমূলাদি।

বদ্ধ গুদোদরে—পুনর্ণবাষ্টক।

জলোদর—দশমূলাদি।

সর্ব্বপ্রকার উদরে—পুনর্ণবাষ্টক পাচন।

শোথ রোগ।

শোথ রোগ—

বাতজ—শোথের চলাচল, কখন আছে কখনও নাই, টিপিলে বসিয়া যায়, শোথের উপরের চামড়া পাতলা, কর্কশ, অরুণ, বা কৃষ্ণবর্ণ, ঘর্ম্ম যুক্ত, স্পর্শ শক্তি বিহীন, সর্ব্বদা ঝিন্ ঝিন্ বেদনা, দিনে বেশী ও রাত্রে হ্রাস পায়।

পিত্তজ—কোমল, গন্ধযুক্ত, রক্ত, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ, দাহ, উষ্ণ, যন্ত্রণাদায়ক ও পক্ক হয়। ইহাতে রোগীর পিপাসা, ভ্রম, ঘর্ম্ম, মত্ততা, জ্বর ও চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ হয়।

কফজ—গুরু, অচল, পাণ্ডুবর্ণ হয়। ইহাতে রোগীর অরুচি, মুখ হইতে জল স্রাব, নিদ্রা, বমি, অগ্নিমান্দ্য, টিপিলে বসিয়া যায়, রাত্রে বেশী দিনে কম হয়।

বাত কফজ—উভয় বিধ লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

সন্নিপাতজ—বায়ু পিত্ত কফ তিনেরই লক্ষণ এক সঙ্গে লক্ষিত হয়।

বিষজ—কোমল, অত্যন্ত দাহ, যন্ত্রণাদায়ক এবং অধোভাগে গমন করে।

আগন্তুজ—উষ্ণাযুক্ত, লালবর্ণ, ইতস্ততঃ সঞ্চরণশীল, পিত্তজ শোথের লক্ষণ যুক্ত হয়।

বাতজ—শুণ্ঠ্যাদি, যোগদ্বয়।

পিত্তজ—পটোলাদি, পৃশ্নিপর্ণ্যাদি।

কফজ—পথ্যাদি, পুনর্ণবাদি।

বাত কফজ—ফলত্রিকাদি।

সন্নিপাতজ—অভয়াদি।

আগন্তুজ—সিংহাস্যাদি।

পিত্তজ সর্ব্বাঙ্গিক শোথে—পুনর্ণবা ক্বাথ।

বৃদ্ধিরোগে।

কফজ—শীতল, ভার যুক্ত, কঠিন, চিক্কণ, সর্ব্বদা চুলকায়, অল্প বেদনা যুক্ত হয়।

বাতজ—অল্প বেদনা, রুক্ষ ও চর্ম্মপুটকবৎ আকৃতি বিশিষ্ট।

কুঁচকী—দোষ কুপিত হইয়া বন্ধন সন্ধিতে (কুঁচকীতে) দাহ, জ্বর, বেদনাযুক্ত শোথ আনয়ন করে।

কফজ—ত্রিকট্বাদি, দেবদারু ক্বাথ।

বাতজ—ত্রিফলা ক্বাথ।

বাত শ্লৈষ্মিক—ত্রিফলা ক্বাথ।

ব্রধ্ন ও কুঁচকী—হরতক্যাদি।

বিদ্রধি রোগে।

বিদ্রধি দ্বিবিধ—অন্তর্বিদ্রধি ও বহির্বিদ্রধি।

অন্তর্বিদ্রধি—গুহ্য, বস্তি, নাভি, কুক্ষি, পার্শ্ব, কুঁচকী, যকৃৎ, হৃদয় ও পিপাসা স্থানে উৎপন্ন হয়।

পৃথক পৃথক লক্ষণ।

বস্তিতে—মূত্রকৃচ্ছ্র ও সামান্য মূত্র ত্যাগ হয়।

নাভিতে—হিক্কা, পেটে গুড়্ গুড়্ শব্দ হয়।

কুক্ষিতে—বায়ুর প্রকোপ ও পেট ফাঁপা।

কুঁচকীতে—কটী প পৃষ্ঠে তীব্র বেদনা।

পার্শ্বদেশে—পার্শ্বসংকোচ।

প্লীহায়—শ্বাসরোধ।

হৃদয়ে—সর্ব্বাঙ্গে তীব্র বেদনা অতিসার ও কাশ হয়।

যকৃতে—হিক্কা, শ্বাস।

পিপাসা স্থানে—বারংবার পিপাসা হয়।

অন্তর্ব্বিদ্রধির মধ্যে প্লীহা, যকৃৎ, পার্শ্ব, কুক্ষি, হৃদয়, কুঁচকী স্থানের বিদ্রধি পাকিয়া গেলে মুখ দিয়া পূঁয বাহির হয়। এই সমুদয় সদ্যঃ প্রাণ নাশক।

অন্তর্ব্বিদ্রধিতে—পুনর্ণবাদি ক্কাথ, বরুণাদিগণ ক্কাথ।

কফজ—ত্রিফলাদি।

বিদ্রধির অপক্কাবস্থায়—শ্বেত পুনর্ণবাদি।

বাতজ অন্তর্ব্বিদ্রধিতে—শোভাঞ্জন ক্কাথ।

ব্রণ শোথ।

পিত্তজ ব্রণশোথে—ত্রিফলা ক্কাথ।

উপদংশ রোগে।

উপদংশ ৫ প্রকার। অবস্থা বিশেষে পটোলাদি পাচন উপকারক হইয়া থাকে।

পিত্তজ রক্তবর্ণ, পূঁয, ক্লেদ, দাহ, স্রাবযুক্ত স্ফোটক বেষ্টিত হয়।

পিত্ত শ্লেষ্মজ চিক্কণ, কণ্ডুযুক্ত, শীতল বা উষ্ণ, ক্লেদ স্রাব যুক্ত, ছোট ছোট স্ফোটক বিশিষ্ট হয়।

সন্নিপাতজ—এই রোগে দোষত্রয়ের মিলিত অবস্থা দৃষ্ট হয়।

কুষ্ঠ রোগের সপ্তধাতুগত বিভিন্ন লক্ষণ বলা যাইতেছে।

রসগত—অঙ্গের স্নিবণতা, রূক্ষতা, স্পর্শ শক্তিহীন, রোমাঞ্চ, ঘর্ম্মযুক্ত হয়।

রক্তগত—কুষ্ঠে অধিক পরিমাঠে পূঁয সঞ্চিত হয়।

মাংসগত—পুষ্টি, কর্কশ, মুখশোষ, স্ফোটক যুক্ত পিড়কা, সূচীবিদ্ধবৎ যন্ত্রণা হয়।

মেদোগত ক্ষত বিস্তার, জ্বর শক্তির নাশ, হস্তক্ষয়, অঙ্গের বক্রতা, রসস্থ কুষ্ঠের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

অস্থিগত নানাভঙ্গ, চক্ষুর রক্তবর্ণ, স্বরভঙ্গ, ক্ষতে ক্রিমি উৎপন্ন হয়।

মজ্জাগতঅস্থিগত কুষ্ঠের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। পরন্তু ভয়ানক দুর্গন্ধ বিশিষ্ট হয়। এমন কি রোগীর নিকট লোক যাইতে পারে না।

শুক্রগত—রোগীর সদ্যঃ মৃত্যু হয়।

এই সপ্ত ধাতুর মধ্যে মজ্জা ও শুক্রগত কুষ্ঠ প্রাণ সংহারক। অতএব তাহাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য অবস্থায় নবকষায় নামক পাচন ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

বাতজ—নীল বা অরুণ বর্ণ, রুক্ষ, বেদনা যুক্ত ও খর স্পর্শ হয়। এই অবস্থায় পঞ্চকষায় প্রযোজ।

একাদশ প্রকার ক্ষুদ্র কুষ্ঠে—স্বল্প মঞ্জিষ্ঠাদি।

কণ্ডুযুক্ত মণ্ডল কুষ্ঠে—মধ্য মঞ্জিষ্ঠাদি।

ত্রয়োদশ প্রকার মহাকুষ্ঠে—বৃহৎ মঞ্জিষ্ঠাদি।

শ্বিত্র ও পুণ্ডরীক কুষ্ঠে—বিভীতকাদি ক্বাথ।

শ্বিত্রে—ধাত্রী খদির ক্বাথ।

শীতপিত্তরোগে

শীতপিত্ত—কফ ও প্রদুষ্ট বায়ু বিদগ্ধ পিত্তের সহিত মিলিত হইয়া রস, রক্তে, চর্ম্মে শোথ, কণ্ডু, যাতনা, জ্বর, বমি, দাহ, বোলতার দংশন তুল্য রক্তবর্ণ চাকা চাকা ফুলা হয়। এই অবস্থায়—অমৃতাদি।

অম্লপিত্তরোগে

নূতন অবস্থায়—যবাদি।

বমিযুক্ত পিত্তশ্লৈষ্মিক অম্লপিত্তে—শৃঙ্গবের পটোল ক্বাথ প্রযোজ্য।

শূলযুক্ত কফাশ্রিত অম্লপিত্তে—পটোলাদি ১ম প্রকার।

বাতানুবন্ধ শূলযুক্ত অম্লপিত্তে—পটোলাদি ২য় প্রকার।

কফপিত্তজ অম্লপিত্তে—অমৃতাদি পাচন।

বমিযুক্ত বাতপিত্তজ—বাসাদি।

বমি ও অরুচিযুক্ত কফপিত্তজ—যবাদি ক্বাথ।

জ্বর ও বমিযুক্ত বাতপিত্তজ—ফলত্রিকাদি।

দাহ, শূল, জ্বর ও বমি বিশিষ্ট পিত্তশ্লেষ্মজ—যোগদ্বয়।

শ্বাস, কাশ, জ্বর, বমিযুক্ত পিত্তশ্লেষ্মজ—সিংহাস্যাদি।

বিসর্প ও বিস্ফোট রোগে

কটু, উষ্ণ, লবণাদি দ্রব্য সর্ব্বদা ভক্ষণে বাতাদি দোষত্রয় কুপিত

হইয়া বিসর্প রোগ জন্মায় এবং কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ অপক্ক দ্রব্য ভোজন, রৌদ্র সেবন, ঋতুবিপর্য্যয় কারণে পিত্ত ও রক্ত কুপিত হইয়া অগ্নিদগ্ধের ন্যায় শরীরে স্ফোটক উৎপাদন করে এবং তৎসঙ্গে জ্বর থাকিলে তাহাকে বিস্ফোটক রোগ কহে।

বাতজ—বাতজ্বরের ন্যায় মস্তকে, হৃদয়ে, গাত্রে ও উদরে শোথ এবং বেদনা, রোমাঞ্চ, শ্রান্তিবোধ ও সূচীবিদ্ধবৎ বেদনা হয়।

পিত্তজ—স্ফোটক লালবর্ণ, শীঘ্র বিস্তৃত হয়, পিত্তজ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়। দাহ, জ্বর, মুখশোষ, পিপাসা, বমন আদি পরিলক্ষিত হয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ—কণ্ডুযুক্ত, অরুণ বর্ণ, চিক্কণ স্ফোটক বিশিষ্ট ও পিত্তজ্বরের লক্ষণযুক্ত হয়।

বাতজ—যোগদ্বয়।

পিত্তজ—ভূমিম্বাদি।

পিত্তশ্লেষ্মজ—পটোলাদি।

বিষদোষজ পুরাতন বিসর্প, পিত্তশ্লেষ্মজ জ্বর লক্ষণযুক্ত বিস্ফোটকে—পটোলাদি পাচন।

পিত্তশ্লৈষ্মিক বিস্ফোটে—ত্রিফলা ক্বাথ।

বাতপিত্তজ বিস্ফোটে—চরালভাদি

পিত্তজ বিস্ফোটে জ্বর থাকিলে মসূরিকা রোগেও পটোলাদি পাচন ব্যবস্থেয়।

মসূরিকা রোগ

মসূরিকা রোগের প্রথম অবস্থায়—কণ্টাকুস্তারুকাদি ক্বাথ।

দাস্ত অধিক হইলে—পটোলাদি।

মসূরিকা পাকিয়া গেলে—পটোলাদি (প্রকারান্তর)

পাচন ও তাহার ব্যবহার শিক্ষা।

চুলকান অধিক থাকিলে—অমৃতাদি।

বাতজ—দ্বিপঞ্চমূলাদি।

বাতজ বসন্ত রোগের পক্কাবস্থায়—গুড়ূচ্যাদি।

পিত্তজ বসন্ত রোগে—দ্রাক্ষাদি, যোগদ্বয়।

পিত্তশ্লেষ্মজ—দুরালভাদি, খদিরাষ্টক।

ত্রিদোষজে—নিম্বাদি (অসাধ্য ব্যাধি)

বসন্তরোগে বাত প্রকোপ নাশের জন্য—গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ।

বসন্ত রোগীর শৌচের জন্য—চালিতার ক্বাথ।

বসন্ত রোগীর গলার বেদনা নাশের জন্য—জাতীপত্রাদি।

বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য—বিম্বাদি।

মুখরোগে

পিত্তজ মুখপাকে—সপ্তচ্ছদাদি পাচন, ত্রিফলাদ্য।

সর্ব্ববিধ মুখরোগে—পটোলাদি।

পিত্তজ মুখরোগে—পটোলাদি।

মুখ ধুইবার জন্য—জাতীপত্রাদি ক্বাথ।

মুখদাহে—যোগদ্বয়।

তালুরোগে

বাতপিত্তজে—দার্ব্ব্যাদি।

বাতশ্লেষ্মজে—কটুকাদি।

সন্নিপাতজে—দশমূলী।

নাসারোগে

বাতপিত্তজে—কট্‌ফলাদি।

নেত্ররোগে

বাতশ্লেষ্মজে—অমৃতাদি।

চোখ উঠিলে—(বাতজ) এরণ্ডাদি।

চোখ উঠিলে—(পিত্তজে) ত্রিফলা।

বাতশ্লেষ্মজ চোখ উঠাতে—বিল্বাদি।

পিত্তশ্লেষ্মজ চোখ উঠাতে—প্রপৌণ্ডরীকাদি।

সন্নিপাতজ চোখ উঠাতে—নাগরাদি।

পিত্তশ্লৈষ্মিক চক্ষুর রক্তস্রাবে—বাসকাদি।

চক্ষুশূল, শোথযুক্ত পিত্তশ্লৈষ্মিক রক্তবর্ণতায়—বিভীতকাদি।

চক্ষু শুক্রগত রোগে—ধাত্রীফলাদি।

নেত্র শুক্লগত রোগে—পুন্নাগাদি।

শোথ, দাহ, জলস্রাব, রক্তস্রাব ও বেদনাযুক্ত ছানিতে—দার্ব্ব্যাদি কাথ প্রযোজ্য।

শিরোরোগে

বাতশ্লেষ্মজ—ত্রিকট্বাদি।

আধকপালে ও সূর্য্যাবর্ত্তে—দশমূলী কাথ।

পিত্তজ আধকপালে ও সূর্য্যাবর্ত্তে—শর্করাদি।

প্রদররোগে

বহুবিধ স্রাবযুক্ত পিত্তজ প্রদরে—দার্ব্ব্যাদি।

বাতজ শ্বেত ও রক্তপ্রদরে—দার্ব্ব্যাদি কাথ।

বাতপিত্তাশ্রিত রক্তপ্রদরে—অশোক ক্ষীরপাক।

গর্ভিণীরোগে

গর্ভিণীর গর্ভাবস্থায় মাসে মাসে রজঃস্রাব হইলে প্রথম মাস হইতে ৭ম মাস যাবৎ যোগ সপ্তক।

১ম মাসে—মধুকাদি।

২য় মাসে—অশ্মন্তকাদি ইত্যাদি।

৮ম মাসে—কপিত্থাদি।

৯ম মাসে—মধুকাদি।

১০ম মাসে—শুণ্ঠাদি।

গর্ভকালীন গর্ভবেদনা নাশক যোগ

১ম মাসে—চন্দনাদি।

২য় মাসে—উৎপলাদি।

৩য় মাসে—পয়স্যাদি।

৪র্থ মাসে—উৎপলাদি।

৫ম মাসে—নীলোৎপলাদি।

৬ষ্ঠ মাসে—মাতুলুঙ্গাদি।

৭ম মাসে—শতপুত্র্যাদি।

৮ম মাসে—ধান্যাদি।

৯ম মাসে—এরণ্ডমূলাদি।

১০ম মাসে—নীলোৎপলাদি।

১১শ মাসে—মধুকাদি।

১২শ মাসে—সিতাদি।

গর্ভিণী জ্বররোগে

চলনশীল গর্ভের স্থিতির জন্য এবং প্রদর ও কুক্ষিশূল যুক্ত বাতপিত্তজ জ্বরে দাস্ত অধিক হইলে—হ্রীবেরাদি।

পিত্তজ গর্ভজ্বরে—মধুকাদি।

কফজ গর্ভজ্বরে—চন্দনাদি।

বাতজ গর্ভজ্বরে—এরণ্ডাদি।

গর্ভজ গ্রহণীরোগে—আম্রাদি।

গর্ভিণীর বাতশ্লেষ্মজ মন্দাগ্নি ও আমদোষ পরিপাক, জ্বর ও প্রসবান্তে মক্কল্লশূল নিবারণের জন্য—পিপ্পল্যাদি।

সূতিকারোগে

সর্ব্ববিধ অতিসার, রক্তস্রাব ও জ্বরযুক্ত সূতিকায়—হ্রীবেরাদি।

পিত্তজ্বরযুক্ত সূতিকারোগে—অমৃতাদি।

বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরযুক্ত সূতিকারোগে—যোগদ্বয়।

পিত্তকফজ ও দাহযুক্ত সূতিকারোগে—সূতিকাদশমূলাদি।

শ্বাস, কাশ, শূলযুক্ত সন্নিপাতজ রোগে—দেবদার্ব্ব্যাদি।

বাতাদি দোষসমূহ জাত স্তন্যরোগে যথাক্রমে যোগ চতুষ্টয় প্রযোজ্য।

বালরোগে

স্তন্যদুষ্টি ও জ্বরাতিসার রোগে—হরিদ্রাদি।

অতিসারের নূতন অবস্থায়—নাগরাদি।

অতিসারের পুরাতন অবস্থায়—সমঙ্গাদি।

অতিসারের আমের পরিপাকের জন্য—বিল্বাদি।

জ্বরে—মুস্তাদি।

বমনযুক্ত অতিসারে—বিল্ব কাথ।

পিত্তজ বিসর্প, ক্ষত, বিস্ফোটকযুক্ত জ্বরে—পটোলাদি।

বাতরোগ, বাসেলা, অতিসার পাণ্ডুযুক্ত জ্বরে—রজন্যাদি।

শ্বাস, কাশ ও বমিযুক্ত জ্বরে—শৃঙ্গ্যাদি।

বমিরোগে—বৃহত্যাদি।

রক্তামাশয়ে ও রক্তস্রাবে—তিলাদি।

আমাশয়ে—লাভ্যাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—বালকের জন্য পাচন নির্দ্দিষ্ট করিতে সমস্ত দ্রব্য মিলিত অর্দ্দতোলা জল অর্দ্ধসের শেষ এক ছটাক লইতে হইবে। কারণ তাহারা অল্প জীবনীশক্তিযুক্ত।

বিষরোগে

বৃশ্চিকাদি দংশনজাত বিষরোগে—আর্কোট কাথ।

লূতা বিষ ও কীট বিষে—কটভাদি।

ভেক বিষে—অঙ্গোটকুষ্ঠ কাথ।

সর্পবিষে—পিপ্পল্যাদি কাথ।
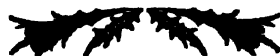
দ্রব্য সমূহের সাধারণ গুণ

অ

অগুরু—কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, বায়ু, কফ ও শীত নিবারক। অগুরু সমূহের মধ্যে কৃষ্ণা গুরুই শ্রেষ্ঠ। যাহা জলে ফেলিলে ডুবিয়া যায়, তাহাই ভাল।

অতিবলা—মেহ রোগ নাশক ও বলকারক।

অনন্তমূল—অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাশ, আমজরোগ, বিষদোষ, রক্তপ্রদর, জরাতিসার, ঔপদংশিক বিষজাত বিবিধ বিকার, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, আমবাত, বাতরক্ত, পারাদোষ নাশক।

অপামার্গ—(আপাং) বমন, কফ, মেদরোগ, বায়ু; হৃদ্রোগ, পেটফাঁপা, অর্শঃ, কণ্ডু (চুলকান) শূল, উদর, শোথ ও অপচী নাশক।

অপরাজিতা—কুষ্ঠ. শূল, আম, শোথ ও ব্রণ নাশক।

অর্ক (আকন্দ)—কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিষ, ব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, অর্শঃ, কফ. উদররোগ, যকৃদ্দোষ ও ক্রিমি নাশক।

অড়হর—বায়ুজনক, বর্ণকারক, পিত্তনাশক, কফঘ্ন, রক্তদোষ নিবারক।

অশ্বগন্ধা—বায়ু, কফ, শ্বিত্র, শোথ, ক্ষয় রোগ, আমবাত. ব্রণ, কাশ, শ্বাস নাশক।

আ

আকনাদি—পিত্ত, শ্লেষ্মা, আম ও চক্ষুরোগ নাশক, রক্তস্রাব নাশক।

আতইচ জীর্ণজ্বর, অতিসার, আম, পিত্ত, কাশ, কফ ও ক্রিমি নাশক।

আতাফল—শীত বীর্য্য, বৃষ্য, বায়ু পিত্ত নাশক, কফবর্দ্ধক, বমন ও বমনবেগ নিবারক।

আনারস—ক্রিমি নাশক, বায়ুপিত্তঘ্ন, রুচিকারক, গর্ভপাতক, বাতানুলোমক, বমন নাশক।

আমআদা—শীতল, রুচিকর, ভেদক, বমন, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, মুখরোগ, রক্তদোষ, বাত ও শূল রোগ নাশক।

আমড়া—বায়ুনাশক, উষ্ণবীর্য্য, দাস্তকর।

আম—মধুর, শুক্রজনক, বলকর, গুরুপাক, শ্লেষ্মাজনক ইত্যাদি।

আলু—বলকর, বক্ষঃমূলের কফ নাশক, গুরুপাক।

ই

ইন্দ্রযব—রক্তপিত্ত, জ্বর, অতিসার, রক্তার্শঃ, ক্রিমি, রক্তদোষ, কুষ্ঠ, কফ, শূলরোগ নাশক।

ইলিশমাছ—স্নিগ্ধ, মুখরোচক, বলকর, পিত্তশ্লেষ্মা জনক, দুষ্পাচ্য।

ইষবগুল—মূত্রকারক, বাতনিবারক, উষ্ণ, বস্তিদোষনাশক, শুক্রমেহ নাশক।

ইক্ষু—রক্তপিত্ত নাশক' বলকারক, কফজনক, গুরুপাক, মূত্রকারক।

ঈ

ঈশলাঙ্গলা দাস্তকর, কফনাশক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ক্রিমি নাশক, পিত্তবর্দ্ধক, জরায়ুর শক্তি নাশক, গর্ভস্রাবকারক, কুষ্ঠ, শোথ, অর্শঃ, ব্রণ ও শূলরোগ নাশক।

উ

উলু মূত্রকারক ও শোথ নিবারক।

এ

এরণ্ডমূল বাতশ্লেষ্মা নাশক, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বাতব্যাধি-নাশক।

এলাচ বায়ু, কফ, বিষনাশক, কণ্ডু, পিড়কা নাশক।

ও

ওলটকম্বল যোনিরোগ, রজোদোষ, প্রদর, অর্শঃনাশক।

ওল অগ্নিদীপ্তিকারক, কফ, রক্তকারক, কফজ অর্শোঃনাশক, প্লীহা ও গুল্ম নাশক (দদ্রু, রক্তপিত্ত ও কুষ্ঠরোগে ওল বিষবৎ পরিত্যাজ্য)।

ক

কইমাছ কফ নাশক, রুচিকর, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক, রক্তের নির্ম্মলতা কারক।

কটুকী কফ, পিত্তজ্বর, মেহ, শ্বাস, রক্তদোষ, দাহ, কুষ্ঠ ও ক্রিমি নাশক দাস্তকারক।

কণ্টকারী কাশ, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পার্শ্বপীড়া, পীনস্ ও হৃদ্রোগ নাশক।

কদম্ব কফ, স্তন্য ও বায়ুবর্দ্ধক, ইহার পাতা অন্ত্রবৃদ্ধি রোগীর অণ্ড-কোষে বান্ধিলে সদ্যঃই শান্তি হয়।

কদলী (কলা) রক্তপিত্ত, পিপাসা, দাহ, ক্ষত, ক্ষয়, ও বায়ু নাশক।

কদলীপুষ্প (মোচা) বায়ু, পিত্ত, রক্তপিত্ত, ক্ষয়রোগ, বহু-মূত্র নাশক।

কপিত্থ (কয়েৎবেল) বায়ুপিত্তজনক, কণ্ঠশোধক।

কপিশাক রুচিকর, বলকর, কফঘ্ন, উষ্ণবীর্য্য, বায়ুবর্দ্ধক, পিত্ত-বর্দ্ধক, মেহ, শ্বাস, কাশ নাশক ও মল মূত্র প্রবর্ত্তক।

কমলাগুঁড়ি রক্তপিত্ত, ক্রিমি, গুল্ম, উদররোগ, ব্রণ, মেহ, বিষ ও অশ্মরী নাশক।

কমলানেবু শোথ, অরুচি, তৃষ্ণানাশক, উষ্ণ, রক্তপিত্তজনক, কফবর্দ্ধক।

করমচা—অম্লরস, তৃষ্ণানাশক, উষ্ণ, রক্তপিত্তজনক, কফবর্দ্ধক।

কাঁকড়াশৃঙ্গী—কফ, কাশ, শ্বাস, হিক্কা, জ্বর নাশক।

কর্পূর—পিত্ত, কফ, বিষদোষ, দাহ, তৃষ্ণা, মুখবৈরস্য, মেদোরোগ, শুক্রমেহ নাশক এবং কোষ্ঠকাঠিন্যজনক।

কস্তুরী—বায়ু, কফ, বমি ও শোষনাশক, ঘর্ম্মকারক, কামোদ্দীপক, হিক্কা নিবারক, মূত্রকর, বলকর।

কাকজঙ্ঘা শীতল, কষায় ও কফপিত্ত নাশক।

কাকডুমুর কফ, পিত্ত, ব্রণ, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, পাণ্ডু, অর্শঃ কামলা নাশক।

কাকমাচি কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ, জ্বর, মেহ, হিক্কা, বমন নাশক।

কাকোলী দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ ও জ্বর নাশক।

কাগজী নেবু শ্বাস, কাশ, অরুচি, রক্তপিত্ত ও ক্রিমিনাশক।

কাঁটানটে পিত্তনাশক, রক্তপিত্ত নাশক, আমাশয় নাশক।

কাবাব চিনি ঔপসর্গিক মেহ, শুক্রমেহ, শ্বেতপ্রদর, অর্শঃ, স্বপ্নদোষ, মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

কালকাসুন্দে রক্তদোষ, বাতশ্লেষ্ম নাশক, পাচক, কুষ্ঠ নাশক ও কাশ নিবারক।

কালমেঘ বলকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও জ্বরাতিসার নাশক।

কালদানা—শোথ, উদরী, জ্বর, মলরোধ, শিরঃপীড়া, উদাবর্ত্ত ও আনাহ নাশক।

কিসমিস তৃষ্ণা, জ্বর, শ্বাস, বায়ুপ্রধান বাতরক্ত, কামলা, কঠিন রক্তপিত্ত, মেহ, দাহ, শোষ ও মদাত্যয় নাশক।

কুলেখাড়া আম, শোথ, অশ্মরী, তৃষ্ণা, অরুচি, বাতরক্ত নাশক ও বলকর।

কৃষ্ণজীরা জীর্ণজ্বর, শোথ, শিরোরোগ নাশক।

কেশুরিয়া ক্রিমি, শ্বাস, কাশ, শোথ, আমজদোষ, রাতুনেত্র রোগ, শিরঃপীড়া নাশক।

খ

খই বমি, অতিসার, দাহ, রক্তদোষ, মেহ, মেদরোগ, তৃষ্ণানাশক।

খদির কণ্ডু, কাশ অরুচি, মেদ, ক্রিমি, মেহ, জ্বর ও কফজরোগ নাশক।

খেজুর ক্ষত, রক্তপিত্ত, জ্বরাতিসার, কাশ, মদ্যপানজ রোগ, ক্ষুধা নাশক।

খর্ব্বজ মূত্রকারক, বলকর, কোষ্ঠশুদ্ধিকারক, বাতপিত্ত নাশক।

গ

গজপিপ্পলী অতিসার, শ্বাস, কণ্ঠরোগ ও ক্রিমি নাশক।

গণিয়ারী মেদ, বায়ু, আমদোষ, প্রতিশ্যায়, কফ. অর্শ, শোথ, আমবাত, মলরোধ, অগ্নিমান্দ্য, পাণ্ডুরোগ নাশক।

গন্ধতৃণ বায়ুনাশক, শরীরের শ্রান্তি নিবারক।

গুলঞ্চ আম, তৃষ্ণা, দাহ, মেহ, কাশ, পাণ্ডু, কামলা, কুষ্ঠ, বাত-রক্ত, জ্বর, ক্রিমি, বমি, মেহ, শ্বাস, অর্শঃ, হৃদ্রোগ, প্লীহা, যকৃৎ নাশক।

গাম্ভারী পুষ্টিকর, শুক্রবর্দ্ধক, গুরুপাক, কেশবর্দ্ধক, রসায়ন, ক্ষয়রোগ, দাহ, মূত্ররোধ ও রক্তপিত্ত নাশক।

গোয়ালেলতা গুরু, শীতল, রক্তদোষ, বিষ, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, অতিসার নাশক।

গুয়েবাবলা মুখরোগ, দন্তরোগ, কণ্ডু, বিষ, কফ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষ, শোথ, অতিসার, কাশ, বিসর্প ও প্রদর নাশক।

গোক্ষুর মূত্রকারক, মেহ ও অশ্মরী নাশক।

ঘ

ঘলঘসিয়া তমকশ্বাস, ক্রিমি, শোথ, কামলা নাশক।

ঘোড়ানিম কণ্ডু, বমন, মেহ, গুল্ম ও অর্শঃ নাশক।

চ

চাকুন্দা কফজ ব্যাধি, কুষ্ঠ, দদ্রু, ক্রিমি নাশক।

চাকুলে দাহ, জ্বর, রক্তাতিসার, তৃষ্ণা ও বমি নাশক।

চন্দন শ্রান্তি, বিষ, কফ, তৃষ্ণা, পিত্ত, রক্তপিত্ত ও দাহ নাশক।

চৈ কফজ সর্ব্বপ্রকার রোগ নিবারক।

চিরাতা জ্বর, মেহ, রক্তদোষ, তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ ও রক্তপিত্ত নাশক।

চিতামূল গ্রহণী, কুষ্ঠ, বাতশ্লেষ্মজ রোগ, অর্শঃ, ক্রিমি নাশক।

ছ

ছাতিম জীর্ণজ্বর, কুষ্ঠ, শ্বাস, গুল্ম, গ্রহণী, আমাশয়, বাতরক্ত নাশক।

ছোট এলাচ কফজ রোগ, অর্শঃ, মূত্রকৃচ্ছ্র নাশক।

ছাঁচিপান দুষ্পাচ্য, রুচিকর, অগ্নিবর্দ্ধক, কফবাত নাশক।

জ

জটামাংসী রক্তদোষ, দাহ, অপস্মার, জ্বর ও কুষ্ঠ নাশক।

জীরা মলসংগ্রাহী, শ্রান্তি নাশক।

জায়ফল বায়ুশ্লেষ্মা, মলের দুর্গন্ধ, ক্রিমি, পীনস ও হৃদ্রোগ নাশক।

জয়ন্তী বলকর, গর্ভসংজনক, বাতশ্লেষ্ম নাশক মূত্রকারক।

জীয়াপূতা কফপিত্ত নাশক, ক্রিমি নাশক, শোথ নিবারক, কণ্ঠশোধক।

ঝ

ঝাঁটী—কণ্ডু, বাতরক্ত, বিষনাশক।

ঝিঙা—শ্বাস, জ্বর, কাশ, ক্রিমি নাশক।

ট

টাবানেবু—কফজ রোগ, অরুচি ও রক্তপিত্ত নাশক।

টার্পিন তৈল—বায়ু নেত্ররোগ, শিরোরোগ, স্বর দোষ, রক্ত-স্রাব, জ্বর ও আমবাত নাশক।

ড

ডহর করঞ্জ—চক্ষুর হিতকর, রক্তপিত্ত বৰ্দ্ধক, বাত ব্যাধিও কুষ্ঠ নাশক।

ঢ

ঢেঁড়োশ—দাহ্ নাশক, মূত্রকারক, যোনিও লিঙ্গের দাহ্ নাশক, কলকর, মেহ ও রক্ত পিত্ত নাশক।

ত

তগর পাদুকা—ত্রিদোষ, অপস্মার, শূল ও নেত্ররোগ নাশক।
তালমূলী—বলকর, রসায়ন, অর্শঃনাশক।
তালীশ পত্র—কফঘ্ন রোগ নাশক।
তিসী—দৃষ্টিশক্তি, শুক্র, বাত ও কফ নাশক।
তুলসী—উষ্ণ বীর্য্য, জ্বর নাশক, কফ নাশক।
তেজপত্র—বায়ু, অর্শঃ, হৃল্লাস (গা বমি বমি করা) নাশক।
তেউড়ী ভেদক, গুল্ম নাশক, গর্ভস্রাব কর।
তেলা কুঁচা অশ্মরী নাশক, মূত্রকর, শুক্রবৰ্দ্ধক।

থ

থালকুনী রক্তদোষ, আমদোষ, জ্বর নাশক, রসায়ন।
থোড় শীতল, রুচিকর, অগ্নিবৰ্দ্ধক, যোনিরোগ, প্রদর ও রক্তপিত্ত নাশক।

দ

দগ্ধোৎপল কাশ ও ক্ষয়রোগ নাশক।

দন্তী অর্শঃ, আম, শূল, উদর, ক্রিমি নাশক।

দাড়িম তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, মুখরোগ ও কণ্ঠরোগ নাশক।

দারুচিনি বায়ু, পিত্ত, মুখ শোষ ও তৃষ্ণা নাশক।

দারু হরিদ্রা নেত্র রোগ, কর্ণরোগ, মুখরোগ নাশক।

দুরালভা বায়ু, পিত্ত, জ্বর নাশক।

দেবদারু বাত শ্লেষ্মজ উপদ্রব ও মেহ নাশক।

ধ

ধনে ত্রিদোষ নাশক, পিপাসা, জ্বর নাশক, মুখশোধক।

ধল আঁকোড় মূষিক বিষ, ক্ষয়রোগ আদি নাশক।

ধাইফুল অতিসার, তৃষ্ণা, রক্তপিত্ত, ক্রিমি নাশক।

ধুস্তুর অগ্নিকারক, বাতশ্লেষ্মজ বেদনা নাশক, নিদ্রাকারক

ন

নটে শাক পিত্তশ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত নাশক, মূত্রকারক, অগ্নিকারক, আমাশয় নিবারক, শীতল।

নিশাদল যকৃদ্দোষ, জ্বর, প্লীহা, শিরঃশূল, অর্বুদ, স্তন্যরোগ, রক্তপিত্ত ও যোনিরোগ নাশক।

নাগ কেশর জ্বর, কণ্ডু, তৃষ্ণা, বমি নিবারক।

নাগদমুতা শীতল, কফ নাশক, রক্তপিত্ত, অতিসার, আমদোষ নাশক।

নাটা করঞ্জ শোথঘ্ন, জ্বরঘ্ন, বলকর, কোষবৃদ্ধির মহৌষধ, রক্তস্রাব নাশক।

নারিকেল শীতবীর্য্য, গুরুপাক, বস্তিশোধক, বিষ্টম্ভী, বলকর।

নিম তৃষ্ণা, কাশ, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমন, কুষ্ঠ, মেহ নাশক।

নিসিন্দা শূল, শোথ, আমবাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, কফজ্বর নাশক।

প

পচাপাতা—বাতঘ্ন, শীতল, অগ্নিবর্দ্ধক, সুগন্ধযুক্ত।

পটোল—ত্রিদোষ নাশক, পলতাপাতা পিত্তনাশক, লতা ভেদক ও মূল কফনাশক।

পদ্ম—তৃষ্ণা, দাহ, রক্তদোষ, বিসর্প ও বিস্ফোট নাশক, কামজজ্বর নিবারক।

পদ্মকাষ্ঠ বিসর্প, দাহ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, কফ, রক্তপিত্ত, বমি নাশক।

পলাশ ক্রিমিনাশক, গ্রহণী, ও অর্শঃ নাশক।

পেঁয়াজ হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর, কুক্ষিশূল, গুল্ম, বাতব্যাধি প্রভৃতি নাশক।

পাথরকুচি যোনিদোষ ও মূত্রদোষ নাশক, রক্তস্রাব রোধক।

পিপুল কফজরোগ, জীর্ণজ্বর, প্লীহা, যকৃৎনাশক।

পুঁইশাক কফবর্দ্ধক, শীতল, শুক্রবর্দ্ধক, মূত্রকারক।

পুদিনা মুখরোচক, পিত্তবর্দ্ধক, বায়ুনাশক।

পুরাতন ঘৃত ভেদক, কফবাত নাশক, কফজ সর্ব্বব্যাধিহর।

পুরাতনগুড় ভেদক, কফ, অর্শঃ গুল্ম নাশক।

প্রিয়ঙ্গু রক্তস্রাব, অতিসার, জ্বর, বমি, দাহ, গুল্ম, মেহনাশক

ফ

ফটকিরি প্রদর, ঘর্ম্ম, ও মেহ, কফ নাশক, বায়ুবর্দ্ধক।

ফলসা পিত্তজব্যাধি, রক্তদোষ, জ্বর, ক্ষয়রোগ, বায়ুনাশক।

ব

বচ মলবদ্ধতা, পেটফাঁপা, কফজ উন্মাদ, আপাস্মার, শূলরোগ নাশক।

বট কফ, পিত্ত, ব্রণ, বিসর্প, দাহ, যোনিদোষ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মেহ, প্রদর নাশক।

বংসক্ষাভ জ্বরনাশক, মত্ততা ও মুখশোষজনক।

বদরী ভেদক, গুরুপাক, শুক্রজনক, পুষ্টিকর, কফবর্দ্ধক।

বনযমানী নেত্ররোগ, কফ, বমন, হিক্কা ও বস্তিরোগ নাশক।

বনহলুদ অগ্নিদীপক, রুচিকারক, চর্ম্মরোগ নাশক।

বলা বাতনাশক, শুক্রবর্দ্ধক, ক্ষয়রোগনাশক।

বহুবার (চালতা) যাবতীয় রসবিকার, চর্ম্মরোগ নাশক, পিত্ত বর্দ্ধক।

বহেড়া কফজ ও পিত্তজ রোগ নাশক।

বাদাম বাতনাশক, পিত্তনাশক, শুক্রজনক।

বিছাতী রক্তপিত্ত, কাশ, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য ও জ্বরনাশক।

বিড়ঙ্গ শূল, উদররোগ, কফ ও ক্রিমি নাশক, ভেদক।

বৃহতী সপ্রর্ব্বকার কফজরোগনাশক।

ব্রাহ্মীশাক কুষ্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ, শোথ ও জ্বর নাশক।

ভ

ভেলা যাবতীয় চর্ম্মরোগ, রক্তবিকার নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক।

ভাং কোষ্ঠকাঠিন্যকর, শীতল, কফবর্দ্ধক, মত্ততাজনক, কামোদ্দীপক, শুক্রস্তম্ভক।

ভার্গী (বামুনহাটী) যাবতীয় কফরোগ নাশক।

ভুঁইকুমড়া শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, বাতপিত্ত নাশক।

ভুঁই আমলকী পিপাসা, কাশ, রক্তপিত্ত ও ক্ষত নাশক।

ভূর্জ্জপত্র কফ, কর্ণরোগ, রক্তপিত্ত, মেদোরোগ নাশক।

ম

মঞ্জিষ্ঠা রক্তদোষ, চর্ম্মরোগ, জ্বর নাশক, বর্ণ প্রসাদক।

ময়নাফল বমন কারক, স্বর প্রসাদক।

মনছাল বল নাশক, বাতবর্দ্ধক, ক্রিমিজনক, মূত্রকৃচ্ছ্র উৎপাদক।

মনসাপাতা আধ্মান, গুল্ম, শূল, শোথ ও উদর রোগ নাশক।

মরিচ কফজ রোগ নাশক।

মসূর মল সংগ্রাহী, রক্তবর্দ্ধক ও পরিষ্কারক।

মুক্তবর্ষী ভেদক, ক্রিমি নাশক।

মুতা অতিসার, গ্রহণী নাশক, জ্বর নাশক, আম পরিপাচক।

মুরামাংসী জ্বর, রক্তদোষ, কাশ নাশক।

য

যজ্ঞ ডুমুর বহুমূত্র, প্রদর, শুক্রমেহ, অতিসার নাশক।

যবক্ষার মূত্রকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মা নাশক।

যমানী অগ্নিবৰ্দ্ধক, বাতশ্লেষ্ম নাশক, পিত্তবৰ্দ্ধক, স্বর শোধক।

যষ্টিমধু বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, যাবতীয় কফরোগ নাশক, ভেদক।

র

রক্তচন্দন ভেদক, রক্তদোষ ও জ্বর নাশক।

রসাঞ্জন নেত্ররোগ নাশক, বহুমূত্র নাশক।

রসোত মল সংশোধক, অর্শঃ নাশক।

রাস্না বাত পিত্তজ ব্যাধি নাশক, বাতব্যাধি নাশক, শুক্রবর্দ্ধক।

রোড়া প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, নেত্ররোগ, ক্রিমি নাশক।

ল

লজ্জাবতী রক্তপিত্ত, অতিসার, যোনিরোগ নাশক।

লতাকস্তুরী কচ, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ ও মুখরোগ নাশক।

লতাকটুকী অতিশয় উষ্ণ, বমন কারক, অগ্নিবর্দ্ধক, বুদ্ধি ও স্মৃতি প্রদায়ক।

লবঙ্গ উষ্ণ, মুখরোগ, শুক্রদোষ, অগ্নিমান্দ্য নাশক।

লজ্জা রক্তস্রাব নাশক, অতিসার নিবারক।

লোধ রক্তপিত্ত, রক্তগত জ্বর, অতিসার শোথ নাশক।

শ

শটী কুষ্ঠ, অর্শ, ব্রণ, কফরোগ, বায়ুরোগ, ক্রিমি, গলগণ্ড, গণ্ড-মালা, মুখের জড়তা নাশক।

শতমূলী বাত, পিত্ত, রক্তপিত্ত নাশক, শুক্রবর্দ্ধক, কফবর্দ্ধক।

শশা মূত্রকারক, কফবর্দ্ধক।

শালপাণী বমন, জ্বর, শ্বাস, অতিসার, শোথ ও ক্ষয়রোগ নাশক।

শিউলী বায়ু বৰ্দ্ধক, জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ নাশক।

শিলাজতু কফ, মেদ, অশ্মরী, শর্করা, ক্ষয়, শ্বাস, বায়ু, অর্শঃ, পাণ্ডু, অপস্মার, উন্মাদ, শোথ, কুষ্ঠ, উদর, ক্রিমি নাশক, রসায়ন, শুক্র-বর্দ্ধক, ধ্বজভঙ্গ নাশক।

শুঁট যাবতীয় কফরোগ, অতিসার নাশক, অগ্নিবর্দ্ধক।

শুলফা কফবাত নাশক।

শ্বেতচন্দন শীতল, বাতপিত্ত নাশক, রক্তপিত্ত নাশক, মেহ নাশক, শুক্রস্রাব রোধক।

শ্বেত পুনর্ণবা শোথ নাশক, উষ্ণ, মেদ প্রশমক।

স

সজিনা বায়ু শ্লেষ্মা, শোথ, ক্রিমি, মেদরোগ, প্লীহা, গুল্ম, গণ্ডমালা নাশক।

সরল কাষ্ঠ কর্ণরোগ, নেত্ররোগ, কফ, বাত, দাহ, মূর্চ্ছা, ব্রণ নাশক।

সর্ষপ বাত, কফ, চর্ম্মরোগ ক্রিমি নাশক।

সাচি কুমড়া রক্তপিত্ত নাশক, শীতল লঘুপাক।

সৈন্ধব বলকর, ত্রিদোষ নাশক, চক্ষুর উপকারক।

সোঁদাল ভেদক, শূলরোগ, রক্তপিত্ত ও কফ নাশক।

সোণামুখী ভেদক, অগ্নিমান্দ্য, যকৃৎ, প্লীহা, বিষমজ্বর, পাণ্ডু-নাশক, আম বর্দ্ধক।

সোহাগা অগ্নিকর, বলকর, কফ, ক্ষত নাশক, রক্তস্রাব কারক।

স্বর্ণক্ষীরুই শিরঃপীড়া নাশক, স্তন্য বর্দ্ধক, ত্রিদোষ নাশক।

হ

হবুষা অগ্নিদীপক, তিক্ত, পিত্ত, অর্শঃ, গ্রহণী, গুল্ম, শূলরোগ, নাশক।

হরিতাল বিষ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, মুখরোগ, রক্তদোষ, কফ, পিত্ত, ব্রণ, লোম নাশক।

হলুদ কফ, পিত্ত, মেহ, চর্ম্মরোগ, শীতপিত্ত নাশক।

হরীতকী কফরোগ, মেহ, অর্শ, কুষ্ঠ, উদর রোগ, ক্রিমি, গ্রহণী, বিষমজ্বর, গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, মূত্ররোগ নাশক। ফলতঃ হরীতকী সম্বন্ধে উক্ত আছে—“কদাচিৎ কুপ্যতে মাতা নোদরস্থা হরীতকী”—অর্থাৎ মাতা কখনও ছেলের উপর রাগ করিতে পারেন। কিন্তু উদরস্থা হরীতকী কখনও অনিষ্ট করিতে পারে না।

হংসপদী অতিসার, দাহ, বিষ, অগ্নিরোহিণী নাশক।

হাতিশুঁড়া সন্নিপাত জ্বর ও ত্রিদোষ নাশক।

হাপরমালী ভগ্ন, নাড়ী ব্রণ (নালী ঘা) ও ক্ষত নাশক।

হিং বাত, কফ, শূল, গুল্ম, উদর রোগ, ক্রিমি, মূর্চ্ছা নাশক।

হিজল ভেদক, বিষ নাশক।

হিঞ্চাশাক শোথ, কুষ্ঠ, কফ, পিত্ত নাশক।

হুড়হুড়ে ক্রিমি, কফ, মেহ ও পিত্ত নাশক।

ক্ষ

ক্ষেৎপাপড়া পিত্তদোষ, রক্তপিত্ত, ভ্রম, তৃষ্ণা, কফ ও জ্বর নাশক।

ক্ষীরকাকোলী দাহ, রক্তপিত্ত, শোষ জ্বর নাশক, শুক্র-বর্দ্ধক।

ক্ষুদ্রজাম সংগ্রাহী, রুক্ষ, কফ ও রক্তপিত্ত নাশক।

পল্লী-মঙ্গল সমিতি কর্ত্তৃক স্থাপিত

পল্লী-মঙ্গল আয়ুর্ব্বেদ ভাণ্ডার

আমরা ঔষধ প্রস্তুত করিব না বলিয়া সহজসাধ্য পরীক্ষিত সমস্ত ঔষধ আমাদের টোটকা চিকিৎসা, লতাপাতার গুণাগুণ প্রভৃতি গ্রন্থাবলীতে প্রকাশ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু এমন অনেক ঔষধ আছে যাহা গৃহস্থ ঘরে প্রস্তুত করা অসম্ভব এবং যাহা গৃহস্থ ঘরে প্রস্তুত সম্ভব এমন ঔষধও সকলে প্রস্তুত করিয়া উঠিতে পারেন না এই কারণে আমরা ঔষধ পাঠাইবার জন্য আজ ২ বৎসর হইতে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইতেছি। এ পর্য্যন্ত তাহার কোন সুবিধা করিতে পারি নাই। না পারার কারণ একে ত কলিকাতা হইতে বক্কেল সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য; অপর কারণ ঔষধ প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত লোকের অভাব।

বর্ত্তমানে বক্কেল সংগ্রহ ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার সুবিধা করিতে পারায় পল্লীবাসীর হিত সাধনের আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ৬৯ নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট ভবনে **পল্লী-মঙ্গল আয়ুর্ব্বেদ ভাণ্ডার** স্থাপন করিলাম।

আমাদের ঔষধ সম্বন্ধে বিশেষ কথা এই যে বর্ত্তমানে নানা প্রকার 'অত্যদ্ভুদ' 'সন্ন্যাসীর প্রদত্ত' অতিগুহ্য' স্বপ্নাদ্য' এবং এই ঔষধটীই যাবতীয় রোগের (এমন কি সামান্য অজীর্ণ হইতে সদ্য প্রাণহন্ত্রী কলেরায় পর্য্যন্ত) একমাত্র ঔষধ, সেবন মাত্র' একদিনেই চতুর্ব্বর্গ ফললাভ হয় অর্থাৎ গরু হারাইলেও পাওয়া যায়, এই গোছের বিজ্ঞাপন জাহির হইয়া থাকে। ইহা প্রতারণারই নামান্তর মাত্র।

আমাদের ঔষধ কোন সন্ন্যাসী প্রদত্ত নয় এবং হিমালয় প্রভৃতির সহিতও ইহার কোন গুহ্য সম্বন্ধ নাই। ইহার সকল গুলিই শাস্ত্রীয় ঔষধ, খাঁটি ও টাট্‌কা বক্কেল সহযোগে উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের সম্মুখে প্রস্তুত—এই পর্য্যন্ত

আরও এক কথা, এ সব ঔষধ একদিন সেবনের পরই দুর্ব্বল রোগীর ভীমের মত পরাক্রান্ত হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত ঔষধই রোগ অনুসারে কিছুদিন ধরিয়া ব্যবহার করিতে হয়। তবেই শরীর নিরাময় হয়।